

উৎসর্গ পত্র ।

পরমারাধ্য

পরমপূজনীয়

৮ কালীদাস ন্যায়রত্ন

পিতৃদেব মহাশয়ের স্মরণার্থে তাঁহার

চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত

হইল ।

গ্রন্থকার ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

- বিনোদী কাঞ্চননগরের হুচরিত্র ধনশালী যুবা জমীদার ।
সুরেশ বিনোদের সুশিক্ষিত সহোদর ।
জিতেন্দ্র উক্তগ্রামবাসী সুশিক্ষিত ধনশালী যুবা ।
সতীশ জিতেন্দ্রের সুশিক্ষিত বন্ধু এবং ভবশঙ্করের ভ্রাতৃস্পৃহস্থানীয় ।
ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য । প্রতিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ ।

স্ত্রী ।

- অহল্যা ভবশঙ্করের স্ত্রী ও নলিনীর মাতা ।
নলিনী ভবশঙ্করের বয়স্হা অবিবাহিতা কন্যা ।
মোহিনী সতীশের স্ত্রী ।
প্রমদা বিনোদের স্ত্রী ।
ক্ষেতু বিবী বাইজি ।
তারা প্রমদার দাসী ।

ডাক্তার, ইয়ারগণ, কন্যাশ্রীগণ, ভৃত্য, দ্বাররক্ষক, ঘটক, লাঠীয়াগ
ইত্যাদি ।

কসূমে কীট।

নটিক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গভীর।

সতীশের বহির্লীলা।

সতীশ ও জিতেন্দ্র আসীন।

জিতেন্দ্র। কেমন হবেত ?

সতীশ। ভরসা ত আছে, তার পর তোমার কপাল আর আমার হাতবল।

জিতেন্দ্র। কিন্তু দেখো ভাই! কণী যেন ঝরা না পড়ে।

সতীশ। (হাসিয়া) হুঁ! তাও কি হতে পারে? শর্খা ঘাতে হাত দেবেন সে কর্ণ geometryর axiom বলেই হয়।

জিতেন্দ্র। (হাসিয়া) সে কি রকম?

সতীশ। অর্থাৎ selfevident truth, না সাধুলেও সিদ্ধি।

জিতেন্দ্র। আর বহি Problem হয়?

সতীশ। তা হলে শর্খাও Archimedes হ'লেন।

জিতেন্দ্র। আচ্ছা তা যেন হলো, কিন্তু কি করলে বল দেখি।

সতীশ। কেন? কুনকী লাগিয়েছি।

জিতেন্দ্র। (হাঁসিয়া) কুনকী আবার গেলে কোথা?

সতীশ। পাবার অসম্ভাব কি? লুটী দেখালে আপনি এসে জোটে।

জিতেন্দ্র। লোকটাই কে বলনা।

সতীশ। (হাঁসিয়া) কুনকী মোহিনী।

জিতেন্দ্র। বটে? (উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া) ধরতে পারবে ত?

সতীশ। (জিতেন্দ্রের দাড়ী ধরিয়া) এমন রূপ গুণের কাছী থাকতে, না পারবে কেন?

জিতেন্দ্র। আর যদি দড়ী ছেঁড়ে?

সতীশ। স্বস্থানং জঙ্গলং গম্যাম্।

জিতেন্দ্র। তা হলে কিন্তু জিতেন্দ্রের ও বনবাস।

সতীশ। আর সতীশের বুঝি পোষমাস?

জিতেন্দ্র। পোষমাস কেন হতে যাবে? সর্কনাশ।

সতীশ। না না—সহবাস।

জিতেন্দ্র। আর মোহিনীর?

সতীশ। গন্ধাবাস—আকাশপানে পা।

জিতেন্দ্র। বালাই! তা কেন হতে যাবে?

সতীশ। তবে সহমরণ?

জিতেন্দ্র। কার সঙ্গে?

সতীশ। জঙ্গলবাসীস্য জিতেন্দ্রবিরহবিধুরস্য সতীশস্য
হৃৎদেহেন সাক্ষং।

জিতেন্দ্র । তুমি ভাই আমার যে রকম ভালবাস, তা
এ কাজ তুমি অনায়াসেই পার ।

সতীশ । আচ্ছা সেতো গেল পরের কথা । আর যদি
ধরতে পারে ?

জিতেন্দ্র । সেণা দিয়ে কুনকীর পাছা বাঁধিয়ে দেবো ।

সতীশ । আর মাহুতকে ?

জিতেন্দ্র । শিরোপা ।

সতীশ । কি শিরোপা ?

জিতেন্দ্র । হাঁদলাতলার শীলখানা ।

সতীশ । শীল নিয়ে আমার কি হবে ?

জিতেন্দ্র । খোদাইকরদের দিয়ে, তার ওপরে “এই
কুনকী, হাতী ধরিতে বড় মজপুত, কাহার ও হাতী ধরিবার
প্রয়োজন হইলে আমার নিকটে আসিলেই অতি স্পষ্টমূল্যে
পাইতে পারিবে ।” এই কটা কথা খুদিয়ে নিয়ে কুনকীর গলায়
বেঁধে ছেড়ে দিও । তা হলেই তোমার বাড়ীতে আর খরদের
ধরবেনা ।

সতীশ । (হাঁসিয়া) এমন কাজ করোনা । ঘরে তুলে
রেখে দিও, তা হলে সে শীলে তোমার অনেক কাজ দেবে ।

জিতেন্দ্র । কি রকম কাজ ?

সতীশ । যে সব লোকের বেওয়ারিস হস্তিনী দেখে
চোক টাটায় তাদের চোকে ঘসে দিলে একেবারে সেরে
যাবে ।

জিতেন্দ্র ! আর কি ?

সতীশ । যে সব বংশজ ভায়রা বিয়ে বিয়ে করে কেপে

সরস্বৎ বেচেকিনে পাকা খেতখানা জুয়ের করেন, যবে কপালে
কোঁটা দিলে, তাদের ঘরে সুন্দরীর হাট বন্দবে ।

জিতেন্দ্র । আর কি ?

সতীশ । আর ডব্কা হোঁড়াগুলোর ছড়কোরোগ সে
যাবে ।

জিতেন্দ্র । (হাঁসিয়া) বা হোক ডাই তোমরা দুটীতে
কিন্তু বড় সুখী । আমার ইচ্ছে হয় যে মরে সতীশ হয়ে
জন্মাই ।

সতীশ । তাতে লাভ ?

জিতেন্দ্র । মোহিনীর অকপট প্রণয় ।

সতীশ । (হাঁসিয়া) তবে নাকি তুমি পরজীর নাম
করনা ?

জিতেন্দ্র । (হাঁসিয়া) তোমাতে আমাতে কি ভিন্ন,
যে মোহিনী আমার পর হবে ?

সতীশ । আর নলিনী ?

জিতেন্দ্র । সেতো ডাই তোমারি হাতে । তুমি অনুগ্রহ
করে দেও—পাব । নইলে আর—(অধোবদনে অবস্থান) ।

সতীশ । ওকি ! অত কেন ? (চক্ষু মুছাইয়া) দিন কতক
সবুর কর ।

জিতেন্দ্র । (সরোদনে) তাতে কল ?

সতীশ । যেওয়া ফল্বে । নলিনী তোমার প্রণয়িনী
হবেন ।

জিতেন্দ্র । যদি আর কাকর কপাল ফুলোর ?

সতীশ । সূর্য ছাড়া নলিনী আর কার ?

তুমি কীট নাটক।

জিতেন্দ্র। কেন—জ্বর।

সতীশ। সে আবার কে?

জিতেন্দ্র। বিনোদ বাবু।

সতীশ। এ পদ্মের কাছে সে গুপ্তে পোকা।

জিতেন্দ্র। (সতীশের হাত ধরিয়।) তুমি ভাই ভরসা দিলে, কিন্তু দেখো তেমন তেমন কিছু হলে, তোমার জিতেনের আশা একেবারে ছেড়ে দিও।

সতীশ। কেপেচ নাকি? আমি বল্চি তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো; গঙ্গা সাগরেই পড়েন। নালা ডোব তাঁর অগাধ জলরাশিকে ধরে রাখতে পারেনা। নলিনীর প্রেম অকুলপাখার; বিনোদের ক্ষুদ্র হৃদয়ডোবার কি তার বেগ ধরে রাখতে পারে? উপ্ছে উঠবে বে।

জিতেন্দ্র। যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখে?

সতীশ। তা হলে সেই প্রবল স্রোতের তলায় পড়ে হাবু ডুবু খেতে খেতেই প্রাণটা যাবে। চিহ্নও থাকবেনা।

জিতেন্দ্র। করার ত তোমাকে আঁটা তার। কিন্তু এখন কি কি বন্দোবস্ত হয়েছে বল দেখি।

সতীশ। বন্দোবস্ত খুব পাকা রকম হয়েছে। প্রথমত পুকুরমহলে এক জন শিকেনাড়াগোছের বটককে লাগিয়ে দিয়ছি! তার পর মেয়েমহলে আমার মোহিনী বটকী আছেন।

জিতেন্দ্র। কতদূর ফল হলো?

সতীশ। ইস্তক শেকড় থেকে নাগাং আগ্ভাল পর্য্যন্ত।

জিতেন্দ্র । ও পেঁচাও কথা এখন রেখে, বত দূর হয়েছে
সব বল ।

সতীশ । হয়েছে অনেক দূর, চুম্বুড়ি দিতে—রাধাকেই
বলচে—দাঁড়ে বসেছে—তবে ছোলা খালে—আর—আর—

জিতেন্দ্র । আর—আর—কি ?

সতীশ । আর চব্বিশ ঘণ্টা মালা জপচে !

জিতেন্দ্র । হরিনামের ?

সতীশ । না—জিতেন্দ্র নামের ।

জিতেন্দ্র । কার মুখে শুনলে ?

সতীশ । ঘট্টকী চূড়ামণিনী বলেছে ।

জিতেন্দ্র । তবে এখন কি রকম অবস্থা ?

সতীশ । নবম দশা উপস্থিত ।

জিতেন্দ্র । কিন্তু দেখো ভাই, বিনোদ যেন আমার বাড়ি
ভাতে ছাই না দেয় ।

সতীশ । ছাই দেয় কি ছাই পায় তা এর পরে দেখো ।

জিতেন্দ্র । আচ্ছা, তবে এখন বাই, আবার কাল আসবো ।

সতীশ । আচ্ছা (হাসিয়া) কিন্তু মাহুতের শিরোপার
কথাটা যেন ভুলোনা ।

জিতেন্দ্র । না । আমার মরণ বাঁচন কিন্তু ভাই তোমার
হাতে । [প্রস্থান]

সতীশ । (স্বগত) উঃ ! নব অনুরাগের কি অনির্বচনীয়
শক্তি ! এমন বীর পুরুষকেও একেবারে অস্থির করে তুলেছে ।

উদিকে পূর্ণিমাশশী, আইলে যামিনী—

প্রকাশি কিরণছটা—পূরবগগনে ।

হৃদয়ে কীট নাটক ।

হাসিবে যেদিন নী সোহাগের হাসি
মধুর মাধুরীমাথা—মনের হরিষে ।
ভাসিবে প্রেমিককুল সুখের সাগরে
নাশিবে আঁধাররাশি শশাঙ্ককিরণে ।
এই ভাবি মুহূর্ত্ত উথলে বাঁরিধি—
তাজিয়া ধীরতা—গভীরতা—গম্ভীরতা ।
তেমতি সুহৃদ মম মিলনলালসে
নাচিছেন লাজভয়ে দিয়ে জনাঞ্জলি ।

এখন দুজনের হাত এক করে দিতে পাচ্ছেই আমার একটা
মহৎ কাজ করা হয় ।

পটক্ষেপণ ।

দ্বিতীয় গভাঁক ।

ভবশঙ্করের বহির্কীর্তি ।

ভবশঙ্কর আসীন ।

ভব । (স্বগত) কন্যাসন্তানটা সুপাক্রম্ভা হলে মাতা
পিতার বড়ই সুখের সামগ্রী । কিন্তু যদি কুগ্রহবশত কুপা-
ত্রের করকবলিত হয়ে ক্লেশ পায়, তাহলে তাঁদের আর দুঃখ
রাখবার স্থান থাকেনা । (চিন্তা করিয়া) আর তা না হবেই বা
কেন ? হাজার হোক মাবাপের নাড়ীছেঁড়া ধন । দশমাস
দশদিন গড়ে ধারণ করবার পর, ভূমিষ্ঠ হলে, কত ক্লেশ, কত
যন্ত্রণা ভোগ করে লালন পালন করলে, তবে মাতৃবের মত হয় ।

সুতরাং তখন তার ভিলমাত্র ও ক্রেশ দেখলে যে মাতাপিতার মনে দুঃখের স্রোত বইবে তার আশ্চর্য্য কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস) নলিনীর আমার ও কন্যাকাল প্রায় অতীত ; এখন যোগে-যোগে মাকে আমার সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করতে পারলেই আমার দুর্ভাগিনা দূর হয় । আর পাত্রটী সৎকুলোদ্ভবও হওয়া চাই । আহা মা আমার কমলা ! এখন অনুরূপ নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী হতে পাচ্ছেই, দেখে আমারও জীবন সার্থক হয়—আর ত্রাণার্থীও চোক জুড়ায় । আহা ! তার বড় ইচ্ছে যে জিতেন্দ্রকে জামাই করে । তা এমন ভট-চাষিকপালে কি এমন সোনারচাঁদ জামাই ঘটবে ? শুনেছি জিতেন্দ্র নাকি সকল শাস্ত্রের পারদর্শী হয়েছেন । আর ঐশ্ব-র্ষ্যের ত সীমা নাই । আবার রূপে রতিপতিকেও পরাস্ত করেছেন । সুতরাং রূপ গুণ ঐশ্বৰ্য্য সকলি যেন একাধারে বিরাজ কচে । (চিন্তা করিয়া) আর না হবেই কেন ? যেমন মহদংশে জন্ম সকলই ত তার অনুরূপ হওয়া চাই—

“আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ ”

এখন আমার নলিনাকে তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী করে দিতে পাচ্ছেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয় । (চিন্তা করিয়া) জিতেন্দ্র ই আমার নলিনীর উপযুক্ত পাত্র ! এমন সুপাত্র কি আর মেলে ! (হাঁসিয়া) হুঁ ! বিনোদ আবার নলিনীকে বিয়ে করবে বলে ছুবেলা লোক পাঠাতে লেগেছে । (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা পামর ! বামন হয়ে চাঁদে হাত ! কাকের মাথায় কি হীরকমুকুট শোভা পায় ? আমি ভবশঙ্করভট্টচার্য্য ! আমি কি সতীনের উপর ষেয়ে দিই । তা আবার তোর মত পাণ্ডিত্যকে নলিনীরস্বদান !

তার চেয়ে হাতিপা ধরে জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। আর তুই যাকে বিয়ে করেছিল তাকেই আগে সুখী কর, অন্যের ওপর তোর লালসা কেন? যাছোক এখন ধর্ম্মেধর্ম্মে শুভকর্ম্মটা সম্পন্ন করতে পারলে বাঁচি। ব্যাটা যে রকম আড়ে-হাতে লেগেছে একটু ভয়ও হয়। কি জানি ব্যাটার অতুল ঐশ্বর্য্য। (চিন্তা করিয়া) না—ভয়ই বা কি? নারায়ণ রক্ষা করবেন।

ঘটকের প্রবেশ ।

ভব। আস্তে আস্তা হোক—আস্তে আস্তা হোক। আমিও এই, আপনি কখন আসবেন তাই ভাবছিলাম। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে তামাক দে।

ঘটক। এ কেমন হয়েছে জানেন, যেমন কাকতালীয় ন্যায়। অর্থাৎ কস্যাকিৎ তালৈকস্য পতনসময়ে—কিনা পতন-কালে অর্থাৎ (উচ্চৈঃস্বরে) পত্যাৎ পত্যাৎ ইত্যেবাবসরে ইতি বাবৎ। ককিৎ কাকো তদুপরি অবসীষ্ট অর্থাৎ আরো-হাঙ্করুঃ। ইত্যেব মুহূর্ত্তে তালোপি অপাতয়ামাস। এনৈব হেতেন ন্যায়স্য কাকতালীয়ত্বং; অর্থাৎ এনম্মাৎ ন্যায়ম্মাদেব কাকস্য তালীয়স্য চ সমানোভাবঃ। সেইরূপ যেমন আপনি স্মরণ করেছেন তেমনি আমিও একেবারে এসে হাজির। (উপবেশন)।

ভব। (হাসিয়া) মশায়ের যে দেখছি ব্যাকরণে খুব দখল!

ঘটক। ভট্টাচার্য্য মশায়! তা নইলে চলবে কেন? ঘট-

কালী করা চট্টাচট্টার কর্ম নয়। এতে একটু ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই।

ভব। (হাসিয়া) তা বটেই ত। (স্বগত) যাক ব্যাটাকে আর এখন কেপিয়ে কাজ নেই। যেন তেন প্রকারেণ স্বকর্ম সাধন হলেই হলো।

(তামাকু লইয়া ভূত্যের প্রবেশ ও ঘটককে দান।)

ঘটক। ওরে একটু পাতা এনে দে।

(ভূত্যের প্রস্থান, কলাপাত লইয়া পুনঃ

প্রবেশ, প্রদান ও প্রস্থান)

ঘটক। (নল করিয়া তামাকু চানিতে চানিতে) মশায়! আমার বিষয়টা এবার একটু ভাল করে বিবেচনা করতে হবে।

ভব। কেন—আর বারেই বা কি মন্দ হয়েছিল?

ঘটক। না মন্দ হবে কেন? তবে কি না——

ভব। ডেকেই বলুন না।

ঘটক। এবার একটী জোড়া গরদ আর এক খানি বারাগসী শাড়ী দিতে হবে। আর বিদেয় আদায় সে পত্রের কথা।

ভব। তা অবশ্যই দেবো। আর ভালয় ভালয় এ শুভ কর্মটা নিশ্চয় করে দিতে পারলে, আরো পঁচিশ টাকা আপনার বিদেয়স্বরূপ দান করবো।

ঘটক। না হবে কেন? যেমন বংশে জন্মেছেন তার উপযুক্ত কাজই ত এই। আমরা মহাশয়ের আশ্রিত। আমাদের দশ টাকা দিয়ে প্রতিপালন করলে তাতে মহাশয়ের নামই

আছে । আর আপনার পূর্বপুরুষদের ও মুখ উজ্জ্বল হবে ।
আহা ! আপনার স্বর্গীয় পিতার নাম করলে এখনও দিনটা
তালোয় তালোয় যায় । উঃ ! তাঁর মতন মহাত্মা কি আর
কখন জন্মাবে ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি তিনি প্রতিদিন দোয়া—
দশটী ত্রাক্ষণ ভোজন না করিয়ে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করতেন
না । আর দান ধ্যানের ত কথাই ছিলনা ।

ভব । এ সব আপনাদের আমার প্রতি অনুগ্রহ করে বলা
মাত্র ।

ঘটক । আপনিও তাঁরই বংশধর । সুতরাং এরূপ বিনয়
আপনাদের পক্ষে নতুন নয় । আর আপনার পূর্ব পুরুষের
পুণ্যে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রহর্য্য উদয় হচ্ছে । আর এই যে গঙ্গা
প্রবাহিনী দেখছেন এও তাঁদেরই পুণ্যবলে ।

ভব । যাক্—এখন আপনি সে দিন কি বজেন ? শাত্রুটি
কোন্ ইন্সকুলে বিদ্যাভ্যাসন করেছেন ?

ঘটক । কেন তিনিও সকল ইন্সকুলেই পড়েছেন ।

ভব । বলি জলপানী টলপানী কিছু পাচ্ছেন কি ?

ঘটক । (উচ্চৈঃস্বরে) জলপানী কি ? সায়েব বলেচেন
একেবারে খোরাকি ধরে দেবেন ।

ভব । (হাঁসিয়া) বটে ! এখন—কি হলো বলুন দেখি ?

ঘটক । সকলই ঠিক, কেবল শুভদিন দেখে কর্ম নিশ্চয়
কাজেই হয় ।

ভব । পাত্রের মত হয়েছে ?

ঘটক । পাত্র ত পাত্র—অমন মেয়ে দেখলে কে পাত্রের
বাবার পর্য্যন্ত মত হয়ে যায় তার ঠাওরাচেন কি ?

ভব। (হাঁসিয়া স্বগত) কুহুবুদ্ধি ঘটকের কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যাপ্ত নেই। কি বল্লে কি হয়, সম্পূর্ণ সে জ্ঞানরহিত।

ঘটক। আর—বিলক্ষণ দশটাকা যোজ্ঞ আছে। আপনার নলিনী এক রকম রাজরাণী হবেন।

ভব। হাঁ তা আমি জানি। এখন আপনার আশীর্বাদে, ছুরায় সম্পন্ন হলে বাঁচি।

ঘটক। সেত আমারি হাত। আমি মনে কল্পে, তাই কি আজই দিতে পারি।

ভব। তাই ককন। আপনি যত শীত্র পারেন, সম্পন্ন করে দিন।

ঘটক। যে আজ্ঞে, তাই হবে, আমি তবে কাল প্রাতে এসেই একেবারে দিনান্তুর করে যাব। এখন তবে আসি।

ভব। না আর একটু বসুন, এইবার একবার তামাক খেয়ে যাবেন। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে আর একবার তামাক দে।

(ঘটকের উপবেশন।)

তামাক লইয়া ভূত্যের প্রবেশ।

ভব। (ভূত্যের প্রতি) দেখ-বাড়ীর ভেতর থেকে শিগুগির পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে আয়ত।

(ভূত্যের প্রস্থান টাকা লইয়া পুনঃপ্রবেশ

এবং প্রদান ও প্রস্থান।)

ভব। সম্প্রতি আপনাকে এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম (টাকা প্রদান)

ঘটক। (টাকা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) যথেষ্ট! যথেষ্ট! এখন

এই আমার আশার অতিরিক্ত হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে এখন এই প্রার্থনা করি যে জিতেন্দ্রকে নলিনী দান করে রাজার স্বপ্নের হোন।

[প্রস্থান]

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। জ্যাটা মশায়! প্রণাম করি (প্রণাম ও পদ ধুলি গ্রহণ)

ভব। এস, বাবা এস—বস।

(সতীশের উপবেশন।)

ভব। আর এদিকে এসনা কেন বাবা ?

সতীশ। আপীসের কাজে সর্বদাই ব্যস্ত, স্নাতক আর হাক ছাড়বার অবকাশ পাইনে।

ভব। কেন ? আপীস থেকে কিরে আসবার সময় বেড়াতে বেড়াতে এই খান থেকে জল টল খেয়ে গেলেই ত পার।

সতীশ। আজ্ঞে আপীস থেকে আসতে অনেক রাত্রি হয়।

ভব। কেন ? আপীসে রাত্রি হবার ত কোন কথা নয়।

সতীশ। অন্য লোকের পক্ষে নয় বটে, কিন্তু আমাকে সায়েব নিজে যতক্ষণ না যান ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়েন না।

ভব। কেন ? সায়েব কি তোমাকে বড় ভালবাসেন ?

সতীশ। আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে তিনি একটু দয়া করে থাকেন।

ভব। আহা ভাল! ভাল! সায়েব স্নবোর প্রিয়পাত্র হওয়া

বড় ভাল। এখন বাবা আমার অনুরোধে যথেষ্ট যথেষ্ট অবসর
মত এলে, এই খান থেকে জলটল খেয়ে বেড়। কেমন
আসবে ত ?

সতীশ। (সলজ্জ ভাবে) তার জন্য অত অনুরোধ কেন ?
চিরকালই ত আপনার খেয়ে যাবু।

ভব। এতে আর লজ্জা কি বাবা ? দেখ, তোমাদেরই
বাড়ী—তোমাদেরই ঘর, আমার ত আর অন্য ছেলে পিলে
নেই। তোমরাই আমার ছেলে পিলে, তোমরাই আমার সব।
এখন কি জন্যে জ্যাটাকে মনে পড়েছে বল দেখি ?

সতীশ। না এমন কিছু নয়, তবে আপনি আমার পিতৃ
তুল্য অভিভাবক, তাই আস্তে পারিনি বলে, আজ একবার
আপনার চরণ দর্শন করতে এলেম।

ভব। তা বেশ করেছে, সে দিন নলিনী, তুমি আর এখন
আসনা বলে কত দুঃখ কচ্ছিল। তা যাও; বাড়ীর ভিতর গিয়ে
তাদের সঙ্গে দেখাশুনা করে জলটল খেয়ে এস।

সতীশ। আজ্ঞে আজ থাক, আপিসের কাপড়টা না
ছেড়ে আর জল খাবনা। এখন নলিনীর বিবাহের কি
করলেন ?

ভব। হ্যাঁ বাবা, ঘটকমশায়ের সঙ্গে এককণ সেই কথাই
হচ্ছিল। জিতেন্দ্রকেই আমার সর্বস্বদান নলিনীর দান
করবো।

সতীশ। জ্যাটাইয়ার মত হয়েছে ?

ভব। তাদের মত গোড়াগুড়িই আছে।

সতীশ। তা ভালই হয়েছে, জিতেন্দ্র বড় সুপাত্র।

তব। তা আমি জানি। জিতেন্দ্রের ঘরীর নিজ আমার পরমায়ীর ছিলেন। সাহায্যের সব সাধ্যবশি আজ কাল পাওরা তার। তিনি বখাৰ্খই প্রাণেশ্বরনীর ছিলেন।

সতীশ। আজ্ঞে আমিও তা কতক কতক ভয়েছি। বাহোক জিতেন্দ্র নলিনীর বিবাহ হলে মণি-কাঞ্চন যোগ হবে।

তব। সে প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ। এখন পাছে কোন বিষ হয় বলে মনে একটা বড় ভয় হয়েছে।

সতীশ। বিষ কিসের ?

তব। বিনোদটা বড় পেছুতে লেগেছে।

সতীশ। সে এতে কি করতে পারে ?

তব। তা না পারলেই বাঁচি বাবা। একে যথেষ্ট টাকা আছে, তায় মাথার উপর কেউ নেই, স্নতরাং সমুদায় দোব গুলিই ক্রমে ক্রমে জুঠেছে। তাতেই কি করতে কি হবে বলে মনে একটু ভয় হয়।

সতীশ। কিছু ভয় নেই, আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আমি তবে এখন আসি (প্রণাম ও পদধূলিগ্রহণ)

তব। এস বাবা এস, চিরজীবী হয়ে থাক, গরিব জ্যাটাকে যেন ভুলে যেয়োনা বাবা। মধ্যে মধ্যে এক একবার এসো।

সতীশ। আজ্ঞে তাও কি বলতে হবে ? আসুবো বইকি, সময় পেলেই আসুবো। (স্বগত) জিতেন্দ্রের গওুষের যোগা-উটাত হলো।

(প্রস্থান)

তব। (স্বগত) আহা ! যেমন জিতেন্দ্র, তেমনি সতীশ। ছুটীকে দেখলে মনে এক প্রকার অপূৰ্ণ আনন্দরসের আবি-

ভাব হয়। ছুটিতে যেমন সচরিত্র, তেমন বিনীত। আবার
 দুজনের তেমন গলাগলি ভাব। না হবে কেন? যোগ্যৎ যোগ্যেন
 যুজ্যতে। তা বাই, এখন ত্রাস্ত্রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে দিন-
 স্থিরটা করিগে।

(প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সতীশের শয়নগৃহ।

মোহিনী শয্যোপরি আসীনা।

সতীশের প্রবেশ।

মোহিনী। (উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া বোড়হস্তে) আস-
 তাজ্জে হোক মস্ত্রবর!

সতীশ। একেবারে যে ঘর আলো করে বসে রয়েছ?

মোহিনী। তোমায় অন্ধকার থেকে আলোয় আনুব বলে।

সতীশ। ও আলোর গেলে যে পুড়ে মরবে।

মোহিনী। বালাই! তুমি কেন?

সতীশ। তবে কে?

মোহিনী। যে সব কড়িৎ, এই আলোর কাছে ঘুরে ঘুরে
 ব্যাড়াই আর ভেঁ। ভেঁ। করে মরে, তারাই পুড়ে মরবে।

সতীশ। (হাঁসিয়া) আচ্ছা এতক্ষণ বসে বসে কার
ডাবনা ভাবছিলে?

মোহিনী। যার ভাবলে ভাল থাকি।

সতীশ। (দেখিয়া) ও আবার কি? নাকে ও কি
ঝুলিয়েছ?

মোহিনী। কঁাদ পেতেছি।

সতীশ। কেন?

মোহিনী। ভাতার ধরবো বলে।

সতীশ। কেন? একটা ভাতারে কি মন উঠেনা?

মোহিনী। তাহলে কি কঁাদ পাতি?

সতীশ। অত ভাতার নিয়ে কি হবে?

মোহিনী। আছে অনেক কাজ।

সতীশ। শুন্তে পাইনে?

মোহিনী। (সতীশের গলা ধরিয়া) শুন্বে? শুন্বে?

সতীশ। বল।

মোহিনী। কুলোর না বলে।

সতীশ। ভাগ দিতে হয় নাকি?

মোহিনী। হয় বই কি।

সতীশ। কাকে?

মোহিনী। ঠাকুরবীকে।

সতীশ। আরে গেল; বলনা কি হবে?

মোহিনী। তবে—যর সাজাব।

সতীশ। আবার রক্ত?

মোহিনী। না সত্যি বল্‌চি।

সতীশ। কি করে ?

মোহিনী। একটার মাথায় প্রদীপ বসাবো, একটার মাথায় টেপার রাখবো, একটা গা টিপবে, একটা পা টিপবে, একটা বাতাস করবে আর——(উচ্চহাস্য)

সতীশ। আর কি ?

মোহিনী। আর, দুটোকে সিংদরোজার খাড়া করে দেবো, সন্ধিন চড়িয়ে চোঁকি দেবে। আর——আর——
(পুনর্ব্বার হাস্য)

সতীশ। আবার কি ?

মোহিনী। আর, একটা কুঁদো কাড়বে, একটা গন্ধাজলের ভার বইবে, একটা ঘর ঝাঁট দেবে, আর পান সাজবে।

সতীশ। এইত হলো শত্রুযুদ্ধে ছাই দিয়ে পোঁনে তিন গণ্ডা, তার মধ্যে কোন্টার কি কাজ ?

মোহিনী। যেটাকে বা ইচ্ছে।

সতীশ। গাঁহাত টিপবে কোন্টা ?

মোহিনী। (সতীশের দাড়ী ধরিয়) এইটে।

সতীশ। ঘর ঝাঁট দেবে, পান সাজবে কোনটা ?

মোহিনী। এইটে।

সতীশ। গন্ধাজলের ভার বইবে, তবে কুঁদো কাড়বে কোনটা ?

মোহিনী। এইটে।

সতীশ। আচ্ছা এর মধ্যে পেয়ারের কোনটা ?

মোহিনী। যেটা পেয়ার করে।

সতীশ। কোন্টা সে ?

মোহিনী । রাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীমান শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ-
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কায়বাহাদুর মহাশয় বরাবরেষু ।

সতীশ । (উচ্চৈশ্বরে হাস্য করিতে করিতে) আর শুনেছ ?

মোহিনী । কি ?

সতীশ । বিনোদের সঙ্গেই ঠিক ।

মোহিনী । মরণ আর কি ! • (উচ্চ হাস্য)

সতীশ । হাঁসলে যে ?

মোহিনী । তার চেয়ে সাতজন্য আইবুড়ো থাকে সে
ভাল ।

সতীশ । আর যদি তাই হয় ?

মোহিনী । বয়ে গেছে তার বিয়ে করবার জন্যে !

সতীশ । মেয়েও করবে ? না বাপে দেবে ?

মোহিনী । তেমন বাপ নন । অমন জামায়ের বাধায়
সাত ঝাঁটা মারেন ।

সতীশ । গাল দিচ্ছ ?

মোহিনী । আহা হা ! পরের বাহাকে কি গাল দিতে
পারি ?

সতীশ । ও তবে কি ?

মোহিনী । জলপড়া দিচ্ছি ।

সতীশ । কোথায় ?

মোহিনী । চোকে ।

সতীশ । কেন ?

• মোহিনী । পরের ভাল মেয়েটা দেখে, আর নজর
দিতে না পারে ।

সতীশ। কিন্তু জলপড়ায় যে আর সানেনা।

মোহিনী। সান্বে—এবার রোজা বড় শক্ত।

সতীশ। কে?

মোহিনী। মোহিনী।

সতীশ। সত্যি নাকি?

মোহিনী। তা নইলে তোমায় বশ করতে পারি?

সতীশ। (হাসিয়া) আমি কি তোমার বশ?

মোহিনী। বশ কেন—আজ্ঞাকারী।

সতীশ। তবে ত মুরোদ ভারি।

মোহিনী। আর খাটেনা জারি জুরি।

সতীশ। এই ত জীর্ণতরী?

মোহিনী। আনাড়ী তার কাণ্ডারী।

সতীশ। আকাশে বাওর ভারি।

মোহিনী। ডুবলো শ্যামের প্রেমের প্যারী।

সতীশ। আর যত সব গোপের নারী?

মোহিনী। কালার প্রেমে রাতভিখারী।

সতীশ। আচ্ছা তুমি যে আমার আনাড়ী বল্লে?

মোহিনী। আনাড়ী নয়ত কি সানাড়ী?

সতীশ। কিসে নয়?

মোহিনী। শুনবে?'

নলিনী প্রেমের তরী, ডুব্বে ক্যান? ডুব্বে ক্যান?

বিনোদ-দহে, বিনোদ-দহে, থাক্লে মাঝীর নাড়ীজ্ঞান?

সে যে—প্রেমপারাবার, অকুলপাথার, প্রেমসাগরে যায় ।

প্রেমের জলে, প্রেমের কুলে, প্রেমবাতাসে বায় ।

তাতে—প্রেমের দাঁড়ী, প্রেমের মাঝী, ওড়ে প্রেমের পাল ।

বায় প্রেমের ঘাটে, প্রেমের বঁটে, প্রেমবাঁধান হাল ।

সে যে—প্রেমের হাঁসি, প্রেমের খুলী, প্রেমমাখান ফাঁদ ।

পেতে প্রেমের কলে, প্রেমের ছলে, ধরে প্রেমের চাঁদ ।

কেমন আর কাণ্ডারী হতে চাইবে ?

সতীশ । (গলবস্ত্র হইয়া ষোড়হস্তে) আমার ঘাট হয়েছে ।

মোহিনী । প্রেমের ঘাট ?

সতীশ । আর কেন ? আমি ত কাণ্ডারী হতে চাইনি ।

মোহিনী । কে তবে ?

সতীশ । বিনোদ ।

মোহিনী । সে ত গেল গায়েপড়া । পায়েধরা কে ?

সতীশ । জিতেন্

মোহিনী । পারবে ?

সতীশ । পারবে ।

মোহিনী । বাইতে জানে ?

সতীশ । জানে ।

মোহিনী । খুব মজপুত ?

সতীশ । খুব মজপুত ।

মোহিনী । গাঙে কিন্তু বড় ডুকান ।

সতীশ । তাতেও পারবে ।

মোহিনী। কুল ভাঙ্চে।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। হাওর কুমীরের কিন্তু বড় ভয়।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। ধারে কিন্তু গাছ পালা নেই। জোরবাতাসে
আওলাতের ভরসারহিত।

সতীশ। তাতেও পারবে।

মোহিনী। আচ্ছা, তবে বলো, যে তাকেই বাহাল
করা গেল। মাসে মাসে তেল কাট আর চোদ্দ সিকে
তলব দেওয়া যাবে।

সতীশ। নলিনীর ভাব গতিক কি বুঝলে?

মোহিনী। হাত ধোবো কোথা।

সতীশ। বিনোদের প্রতি, কন্যাকর্তার?

মোহিনী। ধর টিকী, মার জুতো।

সতীশ। একটা কথা বলবো?

মোহিনী। হুকুম চাই?

সতীশ। নতটা খুলে ক্যাল।

মোহিনী। ভাতার ধরবো কি দিয়ে?

সতীশ। নয়নবাগে।

মোহিনী। এ ফেঁড় ও ফেঁড় হবে যে?

সতীশ। রয়ে বসে হান্বে।

মোহিনী। ধরা পড়বে কেন?

সতীশ। ষোপ বুঝে কোপ মারবে।

মোহিনী। তাতে কল?

সতীশ। আপনি ধরা দেবে।

মোহিনী। তবে তোমায় হানি ?

সতীশ। আর কি জায়গা আছে ?

মোহিনী। বুকেপিঠে ?

সতীশ। সহস্রধারা হয়েছে।

মোহিনী। তবে বস, দুটো ঐকুটা বারকট্কার চেফা
দেখে আসি।

[প্রস্থান]

(নেপথ্যে)

সতীশ ! সতীশ !

সতীশ। আমিও তবে যাই, জিতেন্ ডাকচে।

[প্রস্থান]

পটপরিবর্তন।

সতীশের বৈঠকখানা।

জিতেন্দ্র চেয়ারে আসীন।

জিতেন্দ্র। (মুদ্রিতনয়নে)

কোথা বা পূর্ণিমাশশী ? কোথা তারাগুল ?

কোথা সৌদামিনী থাকে সে রূপের কাছে ?

সকলি খদ্যোতসম নলিনীসকাশে—

অশনিসমীপে গৃহপ্রদীপ যেমতি।

না জানি কোন বিধাতা—কিবা উপহারে

এঁকেছে নলিনীধনে মানস-ফলকে—

মনো-নয়নেতে হেরি—মনের তুলীতে ।
 নতুবা কি হেন রূপ, হাতে গড়িবারে
 পারে কেহ এজগতে ? দেবে কি মানবে ?
 রূপের সৌরভ যার ছুটে চারি দিকে
 মাতায়েছে সুরাসুর-যক্ষ-রক্ষ-নরে ?
 যোগি-কুল-মনোফুল বিদিত জগতে
 অতীব নীরস বলি । হেরিলে নলিনী
 সে ফুলেও হয় দেখি, রসের সঞ্চয় ।
 পাষানে গঠিত যার মানস-ফলক,
 এহেন পরশুরাম, ভ্রমে যদি হেরে,
 মুহূর্ত-মাত্রের তরে—নয়নের কোণে—
 মধুর-মাধুরী-মাখা নলিনী-মুরতি,
 আঁখি পালটীতে আর নাহি পারে কভু ।
 তখনি পাষণ-হৃদে নলিনীর ছবি-
 কেটে কেটে বসে-ফুলে কীটাপু যেমতি ।
 নতুবা জিতেন্দ্র-মন অটল অচল,
 ডোবে কি সে রূপ-হৃদে সফরীসদৃশ ?
 মানসে নলিনী-রূপ, নয়নে নলিনী,
 নলিনী-মুরতি জাগে প্রতি-লোম-কূপে ।
 গগনে যদ্যপি চাই নিস্তক্ণনিশীথে
 প্রতিনক্ষত্রেতে দেখি নলিনীমুরতি ।
 শশী যেন বৃকে করে নলিনীর ছবি

দেখে তারে প্রাণভরে—প্রেমের পুলকে—
 বিজন গগনে লয়ে—সশঙ্কিত-চিত্তে।
 পাছে কেহ কাড়ি লয়, এই ভয় মনে।
 পুস্তক পত্রিকা কিছু অধ্যয়ন-আশে—
 খুলি যবে গৃহমাঝে, বিমোহিত-চিত্তে
 মধুর নলিনীনাম প্রতিপাতে দেখি।
 প্রতিপংক্তি, প্রতিচ্ছত্র, প্রতি অক্ষরেতে
 নলিনীমধুররূপ যেন মাখামাখী।
 মুদি যবে নিদ্রাবশে নয়ন-যুগলে,
 মোহিনী-নলিনী আসি দাঁড়ায় শিয়রে।
 ধমনী কৈশিকা শিরা, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল
 জিতেন্দ্রদেহের মাঝে যেথা যত আছে
 নলিনী-প্রণয়-স্রোত বহে অনুক্ষণ
 তা সবার মাঝে, অতি খরতর বেগে

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

সতীশের প্রবেশ।

সতীশ। জিতেন! কতক্ষণ এসেছ?

জিতেন্দ্র। (না শুনিয়া)

যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিবারে
 নলিনীর অপরূপ রূপের মাধুরী।

(পুনর্বার দীর্ঘ-নিশ্বাস)

সতীশ। ও কি? বসে বসে কি বকছ?

জিতেন্দ্র । (না শুনিয়া)

কেনরে অবোধ মন ! আগে না বুঝিয়া—

মজিলি তাহার প্রেমে ছল্ল ভ যে জন ?

বল কি হইবে আর করিলে রোদন—

অকুল সাগর-কূলে এবে দাঁড়াইয়া ?

(রোদন)

সতীশ । (জিতেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) একি ! একেবারে
কেপ্লে নাকি ?

জিতেন্দ্র । (সরোদনে) একটু বাকী আছে ।

সতীশ । কি বাকী ?

জিতেন্দ্র । মাথায় কাপড় বেঁধে, পথে পথে ছুটে
বেড়ান ।

সতীশ । এস, আমিও তোমার সঙ্গী হলাম ।

উভয়ের প্রস্থান ।

পটক্ষেপণ ।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।

—•—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ত

ভবশঙ্করের খিড়কীর পুষ্করিণী ।

মধ্যস্থলে সংজ্ঞাশূন্য। নলিনীকে এক হস্তের দ্বারা
বক্ষে ধারণ করিয়া, হাবুডুবু খাইতে খাইতে,
অপর হস্তের দ্বারা জিতেন্দ্রের সম্ভরণ ।

জিতেন্দ্র । নলিনি—নলিনি—অম্প—অম্প—অতি অম্প—
তা হলেই বাট্ । হৃদয় !—হির—কাতর—আর কেন ? আর
কেন ?—আর কে—ন ? (হস্তের অবশ্যতা) ঐ দেখ !—
ঐ দেখ !—অম্প—অতি অম্প—তা হলেই শেষ (বেগে
অঙ্গসঞ্চালন) নলিনি—নলিনি—বাঁচবে ?—বাঁচবে ?—না ?
জিতেন—কল—জীবনে ? (হস্তের অবশ্যতা) গ্যালো—
গ্যালো—ঈশ্বর !—রক্ষা—রক্ষা—রক্ষা (যজ্ঞন এবং কণ-
কাল পরে পুনর্বার উঠিয়া) কৈ ? কৈ ? নলিনি ? নলিনি
কৈ ?—হারিয়ে ?—দেখি (যজ্ঞন এবং কণকালপরে পুনর্বার
উঠিয়া) কি হলো ?—কি হলো ?—কৈ ? কৈ ?—সব মিছে—
জন্মের মত ? (সম্ভরণ দিতে দিতে চতুর্দিকে অন্বেষণ) এই
যে—এই যে—নলিনী—আমার—ঈশ্বর ! রক্ষা—রক্ষা ! (পুন-
র্বার সবলে সম্ভরণ এবং কণকাল পরে পুনর্বার হস্তের

অবশভা) উঃ-উঃ-যাই-যাই-আবার-আবার-হাত-
 ভারী-ভারী-ভারীরীরারী (মজ্জন এবং পুনরীকৃত উঠিয়া)
 এই বার-এই বার-শেষ-মরি-বাঁচি (সবলে সম্ভরণ এবং
 ঘাটে যাইয়া) মাটি-মাটি-ডাঙা-ডাঙা-ঘাট-বেঁচেছে
 মৃত্যুর-কবল-থেকে। নলিনি-নলিনি-কথা কও-কৈ উত্তর
 নাই? (দেখিয়া) তবে কি নেই? প্রাণে নেই? বেঁচে
 নেই? নলিনি-নলিনি-নলিনি আমার (পতন ও মুছা)।

ভবশঙ্কর ও অহল্যার বেগে প্রবেশ।

ভব। একি! একি! মা! মা! নলিনী! জননী আমার!
 কে আমার এমন সর্বনাশ করলে মা! বৃদ্ধাবস্থায় কে আমার
 বুকে এমন নিদাক্ষণ শেল বিধলে মা? মা আমি কার মনে
 এমন ব্যথা দিয়েছি মা, যে আমার এমন সর্বনাশ করলে?
 বাবা জিতেন! তোমার মনেও কি এই ছিল বাবা! হায় শেষ
 দশায় কি আমার অদৃষ্টে এই ঘটলো! হা পরমেশ্বর! কোথায়
 জিতেন্দ্র নলিনীর বিবাহ দিয়ে দুইজনকে কুম্ভমশস্যার শোয়াব,
 মা এই খিড়কীর ঘাটই কি তোমাদের সেই ফুলশর্য্যার পরিবর্তে
 কালশয়্যা হল বাবা! উঃ! বুক যে ফেটে গ্যাল! আর যে
 সহ্য হয়না (রোদন)

অহল্যা। মা! মা! নলিনী! মা! একি কল্লি মা! হায়
 আমার কি হলো! (রোদন)

ভব। (সরোদনে) অহল্যা! তুমি জিতেন্দ্রনলিনীকে
 কোলে করে বস, আমি দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।]

অহল্যা । (উভয়কে ক্রোড়ে করিয়া সরোদনে) মা আমার ! মা নলেন্ । একবার কথা কও মা, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক । একবার চেয়ে দেখ মা ! একবার মা বলে ডাক, আমি তোমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়াইগে । (নাকে হাত দিয়া) মাগো আমার কি হলো ! একেবারে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে । মা আজই আমার পুরী একেবারে অন্ধকার হলো মা ! হায় কে আমার অকলের নিধি হরণ করলে ! হায় ! আর কি নলিনী আমায় মা বলে ডাকবেন ? আর কি মা বলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করবেন ? (জিতেন্দ্রকে দেখিয়া) বাবা আমার ! তুমি যে পরের ছেলে বাবা ! হায় তোমার মার যে আর নেই বাবা ! আহা-হা সে অভাগী জিজ্ঞেসা কল্লে, আমি তাকে কি বলে উত্তর দেবো বাবা ! হায় হায় সে হয়তো এখনও এ সর্বনাশের কিছুই জাস্তে পারেনি ! (উচ্চৈঃস্বরে) হা গাফারি ! দেখে যা আজ তোর কি সর্বনাশ হয়েছে ! তোর সেই বত্রিশ-নাড়ী-ছেঁড়া জিতেন্দ্রধন আজ এই পুকুরের পাঁকে পড়ে গড়াগড়ী যাচ্ছেন । আহা-হা জিতেন্দ্র ! বাবা আমার ! তুমি কেন এ হতভাগী দুঃখিনীদের জন্যে প্রাণ দিতে এসেছিলে বাবা ! (রোদন)

জিতেন্দ্র । (মুচ্ছাবস্থায়) নলিনি ! নলিনি ! নলিনি !
অপ্প—অতি অপ্প—তা হলেই ষাট্ ।

অহল্যা । আহা ! বাবা আমার ! সর্বস্বধন আমার ! কথা কয়েছ বাবা ! এস বাবা, আমার বুকজুড়োনো ধন বুকে এস ?

জিতেন্দ্র । হৃদয়—স্থির—কাতর—নলিনী—নলিনী—না—
না—

অহল্যা। কি বলচ বাবা! তোমার মাকে ডেকে দেব?

জিতেন্দ্র। বেঁচেছে—বেঁচেছে—যৃহুয়—কবল—থেকে—
(তুফীন্দ্রাব।)

অহল্যা। বল বাবা, কি বলছিলে!

জিতেন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস) মা!

অহল্যা। কেন বাবা?

জিতেন্দ্র। নলিনী আমার কোথায়?

অহল্যা। এই যে বাবা।

জিতেন্দ্র। (দেখিয়া) অঁয়া? আপনি এখানে এসেছেন?
আমি কি একক্ষণ আপনার কোলে শুয়ে ছিলাম? (উপবেশন)

অহল্যা। তাতে দোষ কি বাবা? আমিও ত তোমার মা।
তুমি যে ভাল হয়েছ এই আমার চন্দ পুরুষের ভাগি। বাবা।
তা নইলে আমি তোমার মার কাছে মুখ দেখাতে পারতামনা।

জিতেন্দ্র। মা! নলিনী কি বাঁচবে? (রোদন)

(ভবশঙ্কর এবং ডাক্তারের বেগে প্রবেশ।)

ডাক্তার। একি! জিতেন্দ্রবাবু যে কাদামাথা?

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) মশায়!—মশায়!—আমার
নলিনীকে বাঁচিয়ে দেন্।

ডাক্তার। ওকি? আপনি অত কান্না কেন? আমি
এখনি বাঁচিয়ে দিচ্ছি—।

জিতেন্দ্র। (সরোদনে) অঁয়া? বাঁচবে? বাঁচবে?

ডাক্তার। কিছু ভয় নেই, এখনি বাঁচিয়ে দিচ্ছি—। কত-
ক্ষণ ডুবেছিলেন।

জিতেন্দ্র। প্রায় দুই তিন মিনিট হবে।

অহল্যা। বাবা! আমার নলেন্ কি আবার বাঁচবে?

ডাক্তার। এখনি বাঁচবেন। আপনি শিগির কর
খানিকটে গরম জল বোতলে পুরে নিয়ে আসুন, আর এক-
খান কঞ্চল এনে, গাছাত পুঁছিয়ে দিয়ে, বেশ করে সমুদায় গা
ঢাকা দিন্।

অহল্যা। আচ্ছা বাবা আনচি— (প্রস্থান)

ডাক্তার। জিতেন্দ্রবাবু! আপনি পায়ের দিক্টা চেপে
ধকন।

(কৃত্রিম নিশ্বাস প্রস্থান ক্রিয়ার সম্পাদন।)

ভবশঙ্কর। আমিও ধরব?

ডাক্তার। না, আপনি এই কল্‌টা ঘুকন্।

(নলিনীর হৃদয়ে তাড়িতপ্রোত প্রদান।)

(গরম জলের বোতল ও কঞ্চল লইয়া অহল্যার প্রবেশ)

ডাক্তার। এনেছেন! কঞ্চলখানা গায়ে ঢাকা দিয়ে বোতল
কটা পায়ের উপর বসিয়ে দেন।

(অহল্যার যথোক্তরূপকরণ)

ডাক্তার। দেখি—heartর action কি রকম চলচে।
(stethoscopeর দ্বারা দেখিয়া) Ha! out of danger! out of
danger! জিতেন্দ্রবাবু! ভাল করে পা চেপে ধকন্। আর
কোন ভয় নেই।

জিতেন্দ্র। কৈ এখনত নিশ্বাস পড়্‌চেনা?

ডাক্তার। এখনি পড়বে, আপনি অত ব্যস্ত হবেননা।
Heartর action আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং আর কোন ভয় নেই।

অহল্যা। বাবা! আমার কি ভাঙ্গা কপাল আবার
ঘোড়া লাগবে বাবা?

ডাক্তার। মা! আপনি অত ব্যস্ত হবেননা। এখন
নলিনী উঠে আপনার কোল আলো করে বসবেন।

ভবশঙ্কর। আহা বাবা তাই হোক, তোমার মুখে ফুল
চন্ন পড়ুক বাবা।

নলিনী। ম—ম—মা (গোঁড়ানীশক)

অহল্যা। কেন মা? (ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন)

জিতেন্দ্র। Ah! she breathes!

নলিনী। মা! আমি এ কোথায়?

অহল্যা। এই যে মা আমার কোলে!

নলিনী। মা! আমার বড় শীত কচ্যে।

অহল্যা। এস মা, কোলে ওঠ। আমি তোমায় বাড়ীর
ভেতর নিয়ে গিয়ে, গায়ে কাপড় দিয়ে দিইগে। (ক্রোড়ে
করিয়া প্রস্থান এবং ভবশঙ্করের অনুসরণ)

জিতেন্দ্র। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়! আমি কোন
কালেও আপনার এ ধার শব্দে পারবনা।

ডাক্তার। খেপেচেন নাকি? ধার আবার কিসের?

জিতেন্দ্র। আপনি আমাকে জ্ঞানের মত কিনে রাখলেন।
আপনি আমার জীবন প্রদান করলেন। আপনি আমার
সর্বস্বধন নলিনীকে প্রার্থদান করে আমার যে কি উপকার
করেছেন, তা আর আমি একমুখে বলতে পারিনে। পৃথিবীতে
এমন কোন বস্তু নেই, যা আপনার এই পরিশ্রম, উপকার,
এবং সৌজন্যতার উপযুক্ত পুরস্কার হতে পারে।

ডাক্তার। আমি পুরস্কারের প্রার্থী নহি। আমার দ্বারা যে আপনার মত মহৎ লোকের কিছু উপকার হয়েছে, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলতে হবে।

(একটা ঘড়া, এক জোড়া শাল, এবং দশটা

টাকালইয়া ভবশঙ্করের শুমুঃ প্রবেশ)।

ডাক্তার। এ আবার কি ? এসব আপনি কেন এনেছেন ?

ভবশঙ্কর। না বাবা, এগুলি নিতেই হবে। আমি গরিব ব্রাহ্মণ। আর কোথায় কি পাব বাবা ?

ডাক্তার। আমাকে কিছুই দিতে হবেনা। আপনি আমাকে আশীর্বাদ ককন, তা হলেই আমার যথেষ্ট হবে।

ভবশঙ্কর। আশীর্বাদ ত করছিই বাবা। কিন্তু তবু পুরস্কার স্বরূপ এই গুলি নিতেই হবে।

ডাক্তার। আজ্ঞে—পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার মাজ্জনা করবেন। আমি তবে একগে আসি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভবশঙ্কর। এস বাবা এস। চিরজীবী হয়ে থাক।
তুমি আমার প্রাণদান করেছ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গভাঁক ।

নলিনীর শয়নগৃহ ।

নলিনী পুস্তকহস্তে শয্যোপরি অর্দ্ধশয়ানা ।

নলিনী । (সরোদনে) আমার যত কষ্ট এত কি তাঁর ? আমার যত কি তাঁর ও প্রাণ কঁাদে ? (চিন্তা) কঁাদে বৈ কি —তা নইলে আমার কঁাদবে কেন ? এক হাতে কি তালী বাজে ? (দীর্ঘনিশ্বাস) যা হোক মন ! তুমি বড় অবিদ্বানী ! যে তোমার চিরসঙ্গিনী, তাকে পরিত্যাগ করে এক জন কণপরিচিতের ক্রীতদাস হতে চাও ! হি ! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্ ! (দীর্ঘনিশ্বাস) না না না মন ! তুমি তাঁরই হও ! হৃদয় ! তুমি ও সেই মহাআর চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর । (চিন্তা) কিন্তু প্রাণ ! তুমি কার হবে ? আমি কৃতজ্ঞতার চিকম্বরূপ তোমাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ কল্লেখ—এখন তিনি তোমায় গ্রহণ করেন ভালই, নইলে তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার । আমার আর তোমায় প্রয়োজন কি ? দস্তধনে দাঁতার কোন অধিকার নাই । (কণকাল স্তব্ধভাবে অবস্থিতি) তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন ; পুকুরে ডুবে মরছিলাম—রক্ষা করেছেন । কিন্তু আর এক অগাধ সাগরে ভাসিয়েছেন । কি সে ?—প্রেমপারাবার—অকুলপাথার—কুলকিনারা কিছুই নাই—কানার কানায় জল—তুকানপোরা । তা এই কি তাঁর বর্ষ ? একবার বাঁচিয়ে আবার মারা ? (চিন্তা) না তাঁরি বা দোষ কি ? তিনি ত তাসান্ধি । আমি আপনিই

ঝাঁপ দিইছি । (চিন্তা) একবার ত বাঁচিয়েছেন, এবারেও কি বাঁচাবেন ? বাচাবেন বৈ কি, তা নইলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেবেন কেন ? কিন্তু এবার কি বাঁচাতে পারবেন ?—বিশ্বাস হয়না—পাপ বিনোদ প্রবল পাক । যদি তিনি ধরতে ধরতে আমার গ্রাস করে ক্যালো ? (চিন্তা) তা হলে তাঁর নাম করে মরবো । আর যদি নাগাল পাই, তবে তাঁকে বুকে করে ডুববো—আর উঠবো ও না—তাঁকেও ছাড়বোনা । (চিন্তা) আচ্ছা তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছেন, একথা কে বলে ? মোহিনী । মোহিনীকে আমার অবিশ্বাস নেই—সে আমার বড় উপকারিণী—সে যা বলে সব সত্য । মোহিনী বলে, তিনি নলিনীর জন্যে পাগল ! আহা ! কি সুখের কথা ! নলিনীর জন্যে জিতেন্দ্র পাগল ? যা হোক, আমার কপাল ভাল । (চিন্তা) তাঁর এ ধার কিসে সুধবো ?—হয়েছে—দেহ ! তোমাকেও তাঁকে সমর্পণ কল্লেম—কিন্তু বাবা যদি না দেন ? (চিন্তা) না দেবেন বৈ কি ! তিনি জিতেন্দ্রগতপ্রাণ—নলিনীকে পেয়ে যদি জিতেন্দ্র সুখী হন, তা সে সুখ কি বাবার অনভিমত ? কখনই নয়—তিনি জিতেন্দ্রকে সর্বস্ব দিতে পারেন । (চিন্তা) কিন্তু তা বলে কি আমার আগে থাকতে দেওয়া ভাল হচ্চে ? (চিন্তা) মন ! ধরা পড়েছ—এখন বলবে যে আগে দিয়ে এখন তাবলে কি হবে (সরোদনে) যা হোক, না দেখলেই ভাল হত—কেন দেখলেম ?—মন যে বুঝে না—(সরোদনে)

* কেমনা যাইলু

যমুনারি কুলে,

চেউ লাগাইলু গায় ।

অলঙ্কিত ভাবে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। শ্যামের পীরিতি রূপ জটেবুড়ী,
লাগাইল বেড়ী পায়।

নলিনী। কেনবা হেরিনু কদমের মূলে,
পীতধড়া নীলকায় ?

মোহিনী। নলিনী সরল মানস পালে,
লাগলো প্রেমের বায়।

নলিনী। কেন না মানিনু গুরু অনুরোধ,
নিরঞ্জে শ্যামরায়।

মোহিনী। বাজারে বাঁশরী, চতুর শ্রীহরি,
মজাইল গোপীকায়।

নলিনী। কেন বা মাখিনু, নিজ হাতে করি
প্রেমের লেপন গায় ?

মোহিনী। কেঁদনা কিশোরী, আসিবেন হরি,
তোমারি আটচালায়।

(বাত্মার সুরে) প্যারি, কৃষ্ণপ্রেমের কিশোরী ! পঙ্কজনয়নি !
আর কেঁদোনা—স্থির হও—তোমার ভাবনা কি ?—তোমার
নবীন-নীরদ-শ্যাম—আলকাতরাঙ্কিত-তনু—তাহে আবার
অলকা-তিলকা-রাজ-মুশোভিত সিতকৃষ্ণকেশীকচিরদন্ত—
গজাননবৎ অর্জুয়ুদ্রিত আঁখি, মোহন বংশীধারী, চিত্র বিচিত্র

কোঁপীনবাসে, দেহ আবরিভ করে, তোমার এই নতুন আট-
চালায় এসে, মনের সুখে বিরাজ করবেন। কমলিনি! চোক-
কান বুজে দিন কতক কাল কাটিয়ে দেও, তা হলেই তোমার
কালার্টাদ এসে, তোমার ছদ্মকাননের আফুলো কদম গাছের
আগডালে পা ছড়িয়ে বসে, রাধা রাধা রবে মুখ খিঁচিয়ে
খিঁচিয়ে বংশীধ্বনি করবেন।

নলিনী। আমার কুক্ষি কি তোমায় দেখে মুখ খিঁচোন?

মোহিনী। তা নইলে পাড়ার মেয়েদের ঘাটে বাওয়ার
পথ বন্ধ হবে কেন প্যারি?

নলিনী। আচ্ছা তুমি কেন কাদ পেতে তোমার সোনার
পিঞ্জরে পুরে রাখোনা?

মোহিনী। আমার পিঞ্জর ত খালি নেই প্যারি! তাতে
আমার নিজের শ্যামশুকটীকে পোষ মানিয়ে আবদ্ধ করে
রেখেছি কমলিনি! সেই জন্যে, এবার তোমার সেটীকে দেখতে
পেলে, তার গলায় তোমার প্রেমের শেকল বেঁধে এনে দিব,
ইচ্ছে হলে তুমি তোমার বেওয়ারিস আত্মা খাঁচার পুরে
রেখো, অথবা পাড়ায় পাড়ায় নাচিয়ে নাচিয়ে পয়সা রোজগার
করো প্যারি!

নলিনী। তুমি কেন দুটীকেই তোমার খাঁচায় পুরে
রাখোনা।

মোহিনী। প্যারি! আমার খাঁচাটা যে অষ্টপৃষ্ঠে
ভাঙা, তাতে দুটীর জায়গা হবে কেন?

নলিনী। অষ্ট পৃষ্ঠে ভাঙলো কি করে?

মোহিনী। আমার সেই মনচোরা শ্যাম শুকটী পালিয়ে

যাবার অভিপ্রায়ে চকুর দ্বারা দংশন করে করে, আমার অমন সোনার পিঞ্জরটির অর্ধেক পৃষ্ঠে বড় বড় ফুটো করেছে, আমি সেই জন্যে তালপাতা দিয়ে সেই সব ফুটো কতক মতক বুজিয়ে রেখেছি কমলিনি !

নলিনী। (উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া) দূর পোড়ার মুখী ! লজ্জাও করেনা ?

মোহিনী। আমার লজ্জা করবে—না তোর ?

নলিনী। আমার কিসের লজ্জা ?

মোহিনী। আমারই বা কিসের ?

নলিনী। যা মুখ দিয়ে বেরুচে তাই বলচিস্ !

মোহিনী। আমি কেবল কথায় বল্চি বৈত নয়, কিন্তু তোমার যে তাতেও সানেনা, একেবারে কাষে করে বসে।

নলিনী। কিসে ?

মোহিনী। পুরুষ মানুষের বুকে উঠে সাঁতার দেও।

নলিনী। আমি কি সাধ করে দিইচি ?

মোহিনী। অসাধেই বা কে কবে পুরুষের বুকে উঠে ?

নলিনী। আমার ত তখন জ্ঞান ছিলনা।

মোহিনী। থাক্বে কেন ? ভালবাসার পাত্রে গারে হাত দিলে কি জ্ঞান থাকে ?

নলিনী। আচ্ছা বোঁ ! তিনি যখন আমার বুকে করে সাঁতার দেন, তুই তখন দেখিছিলি ?

মোহিনী। আমি ঐ খবর পেরেই, হাতে উঠে ভোদেদর রক্ত দেখতে লাগলাম।

নলিনী। কি দেখলি ?

মোহিনী । ভাসিয়ে হরি, প্রেমের তরী, ওজন যমুনায়

তাতে ধীরে ধীরে বায় ।

আবার—ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে গোপীর পানে চায় ।

তাছে—মারে ঝাঁকে, থেকে থেকে, মুহুমুহু নায়

তরী রাধার নামে বায় ।

একে—প্রবল তুফান, জল কানেকান, ঢুকুল ভাঙ্গা তায় ।

সে যে—সুখের তরী, রাই কিশোরী, চলে বাঁটের ঘায়

তায় দুহাত তুলে বায় ।

আবার—ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে, গোপীর পানে চায় ।

মরি—চিকন কালা, বনমালা, গলেতে দোলায়

তরী রাধার নামে বায় ।

আবার—হেঁসে হেঁসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, গোপীর পানে যায় ।

সে যে—প্রেমকাণ্ডারী, বংশীধারী, রাধার প্রেমের দায়

তরী রাধার নামে বায় ।

লয়ে—প্রেমের ডালা, গোপের বালা, দৌহার মন যোগায় ।

নলিনী । (মোহিনীর দাড়ী ধরিয়া) ।

ওলো—প্রেম মোহাগী, প্রেমের পুতুল, ভাতারধরা কাঁদ

দাদার হৃদ-আকাশের চাঁদ ।

আজ—ভাসবি জলে, খেলার ছলে, কসে কোমর বাঁধ ।

মোহিনী। হয়ে—নবীন ছুঁড়ী, ধুবড়ো বুড়ী,
হতে বুঝি সাধ ?

তুই কসে কোমর বাঁধ।

ওলো—মনে মনে, সন্মোপনে, দাদাধরা ফাঁদ।

নলিনী। কমা দেন অধিকারী মশায়, বিচারে পরাভব
স্বীকার করলাম

মোহিনী। শুধু পরাভব স্বীকার কল্লেই হবেনা, আরও
কিছু চাই।

নলিনী। বল, তোমার অদেয় আমার কিছুই নেই।

মোহিনী। তোমার খুসী পুঁখী প্রভৃতি যা কিছু আছে
আমাকে দিতে হবে।

নলিনী। প্রস্তুত আছি।

মোহিনী। আরও কিছু চাই।

নলিনী। ডেকেই বলতে আজ্ঞে হোক।

মোহিনী। তোমার সেই নবীননীন্দশ্যাম পীতধড়া
বিরাজিত শিখিপুচ্ছশোভিতশিরা মোহন বংশীধারীটিকে
আমায় প্রদান কল্লে হবে প্যারি।

নলিনী। দূতি : এঁটা পারবোনা।

মোহিনী। তা হবেনা রাই। দিল্লিই হবে। নতুবা
তুমি তোমার পরাভব কিরিয়ে ন্যাও, আমি আবার সঙ্কীর্ণন
আরম্ভ করি।

নলিনী। আচ্ছা, সেটা নিজে তোমার কি হবে ?

মোহিনী। খানি গাছে জুড়ে দেবো।

নলিনী। দূর ছুঁড়ি! মুখের আঁটি নেই?

মোহিনী। ওটা বয়েসের দোষ।

নলিনী। এদিকে ত ভাদ্রমাসের ভরা নদী।

মোহিনী। সেই জন্যেই ত উপছে উঠছে।

নলিনী। আর ওপছাতে দিওনা; আট ঘাট বন্ধ কর।

মোহিনী। এখন না, আগে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করি।

নলিনী। কিসের তৃষ্ণা?

মোহিনী। প্রেমের।

নলিনী। কিসে নিবারণ হবে?

মোহিনী। ভরানদীতে মুখ জুবড়ে জল খেলে।

নলিনী। আর—জিতেন্দ্রের তৃষ্ণানিবারণ?

মোহিনী। নলিনীর ভরানদীতে।

নলিনী। কেন, তার বেলায় বুঝি ভয় হয়?

মোহিনী। ভয় আবার কিসের?

নলিনী। তবে পেচোও কেন?

মোহিনী। তার ডাই নবীন তৃষ্ণা, সুতরাং নবীন নদী না
হলে ভাববে কেন?

নলিনী। তোমারও ত প্রবীন নয়।

মোহিনী। তা বটে, কিন্তু যদি জল খেতে এসে ঘুলিয়ে
ফেলে।

নলিনী। ফেল্লেই বা?

মোহিনী। তাহলে আমার ঘাটমহাজনের পেটের ব্যারাম
হবে।

নলিনী। কেন?

মোহিনী । ঘোলাজল খেয়ে ।

নলিনী । আচ্ছা বোঁ ! তোর কি বোধ হয় ? জিতেন্দ্র কি
আমায় ভালবাসে ?

মোহিনী । তোর কি আর আঁচাতে ভর সয়না ?

নলিনী । না, আমার এঁটোমুখেই ভাল । তুই এখন
বল ।

মোহিনী । তুই তার—

সোহাগের ধন, অমূলরতন, মাথার মণি তায় ।

কত—আদর কোরে, প্রেমের ভরে, আড় নয়নে চায় ।

নলিনী ।

কুলেরি ললনা, নাজানি ছলনা,

কেমনে বলনা, তাহারে পাই ।

না জানি চাতুরী, উছ মরি মরি,

কি করি, কি করি, কোথায় যাই ।

মোহিনী । নবু ! আগবাড়িয়ে আহিস্ নাকি ?

নলিনী । কে বা নবু ?

পটক্ষেপণ ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

ভবশঙ্করের খিড়কীর বাগান ।

বিনোদের প্রবেশ ।

বিনোদ । (স্বগত) হালি বুঝি পানি পালামনা ? কিন্তু তা বলে এখনি নির্ভরসা হওয়া হবেনা । চেষ্টায় কি না হয় ? সহজে না রাজী হয়, হাতে পায়ে ধরে দেখবো । তাতে আর দোষ কি ? রমণীর পায়ে কেনা ধরে থাকে ? মানিনী প্রেয়সীর পায়ে ধরাই পুরুষদের কুলত্রত । আচ্ছা তাতেও যদি না সম্মত হয় ? তা হলে কি হবে ? (চিন্তা করিয়া) হয়েছে—তা হলে নায়েবের কথাই মঞ্জুর—সেই পরামর্শই সুপারামর্শ । আমি গাঁয়ের জমীদার—আমার ভাবনা কি ? আমি যা মনে করি তাই কতে পারি, তা এত সামান্য কথা ! একটা স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক কেড়ে নেওয়া বৈতন্য ? তা এতে আর আমার, কে কি করবে ? কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিইছি—কত সুন্দরী স্ত্রীকে স্বামীর বক্ষঃস্থল থেকে কেড়ে নিইছি—কত প্রাণিত্য করিছি । তাতেই বড় কেউ কিছু কতে পেরেছে, তা এতে পারবে ! আর পারবেই বা কে ! ভবশঙ্কর ভট্টচারি ! হা আমার কপাল ! টাকা তবে কি করতে হয়েছে ? এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তবে কি করতে হয়েছি ? (চিন্তা) বামুনপণ্ডিত লোক, দশ টাকার জারগায় কুড়ি টাকা দিলেই স্ত্রুসক্ট হয়ে মেয়ে ছেড়ে দেবে । আর না দেয়, তার বোঝাপড়া পরে হবে । (চিন্তা) তবে

কি না জিতেনটাকে একটু ভয় হয়—কি জানি লেখা পড়াও শিখেছে আর আইনটাইনও জানে। (চিন্তা) না—কুছ পরোয়া নেই—যা ঘটে ঘটবে। নলিনীকে কিন্তু শম্মা সহজে ছাড়ছেন না! এই ত পাঁচাল টপ্পকে খিড়কীর বাগানে এসেছি, এখন দেখি কি হয়। একবার এই দিকে এলে হয়, তা হলেই ছেঁ। মেরে নিয়ে যাবো। তার পর কপাল আছে—লাঠিয়াল আছে—টাকা আছে—আর আমার সূচতুর অমাত্যবর নারের আছে। অমন যোগাড়ে লোক আর দেখা যায় না। বল্যে অনেক যোগাড় হয়েছে। কি কিরিবি বুদ্ধি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

—ঐ না কে আসছে? পায়ের শব্দ বোধ হল যে? এই বেলা লুহুই, তার পর সময় বুকে কাষ করবো। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি) !

অন্যমনস্কভাবে জিতেন্দ্রের প্রবেশ।

জিতেন্দ্র। (স্বগত)

একি! একি! কেন? কেন? মানসআকাশে
আবরিল কালমেঘ সহসা গরজি?
কেনবা চপল দাম কলকে সম্মনে—
সে কালমেঘের কোলে—ঝিকি মিকি করি?
কেনবা অশনিপাত তাহে মুহুমুহু?
বুঝিবা নিষ্ঠুর বিধি আবরিবে আজি—
জিতেন্দ্রমানসাকাশচারী পূর্ণশশী—

মোহিনী-নলিনীধনে সেই কালমেঘে—
পুনরায় এবে । নতুবা কি হেতু আজি
নাচিছে বামাক্ষ মম থাকিয়া থাকিয়া ?
কাঁপিছে বাম নয়ন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ?
বাজিছে হৃদয়তন্ত্রী সঘনে চমকি—
অতীব করুণস্বরে উদ্দীপিয়া শোকে ?
সকলি ত অলক্ষণ হেরি চারি দিকে ।
নাজানি কি ঘটে পুন জিতেন্দ্রললাটে

আজি————— (উপবেশন)

হৃদয় ! অকারণে কেন এত অস্থির হচ্চ্য ? প্রাণ ! কি জন্য
এত কাতর হচ্চ্য ? বুঝেছি—নলিনীর—নলিনীর—তোমার জীবন-
সর্বস্ব নলিনীর বিপদাশঙ্কা ? তা ত হতেই পারে । প্রিয়জনের
অমঙ্গলচিন্তা অত্যন্ত ক্লেশকর বটে । কিন্তু নলিনীর ত
বিপৎস্বৰ্য্য অন্তর্মিত হয়েছে—আর ত কোন বিপদের সম্ভাবনা
নাই । তথাপি—(সরোদনে) নয়ন ! তুমিই আমায় মজাবে !—
তোমার এ অশ্রুবর্ষণের কি সীমা নাই ? ক্ষণকাল
সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিতির পর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গিত কৈ, তিনি ত
এখনও এখানে এলেন না—তবে যাই, একবার বাড়ীর ভিতর
গিয়ে তাঁকে দেখে সকল যন্ত্রনার অবসান করিগে (প্রস্থান)

(বিনোদের প্রবেশ ।)

বিনোদ । আঃ ! রাম বল ! বাঁচলেম ! ব্যাচী একেবারে
দমিয়ে দিয়েছিল আরকি ! (বিরক্তস্বরে) কোথায় ভাবছি

নলিনী, না এলেন জিতেন্দ্র ! ব্যাটা যেন অকালের বাদল আর-
কি !— (নেপথ্যে মলের শব্দ)

(চমকায়) ঐ না কে আসছে ? মলের শব্দ বোধ হল, যে ?
(দেখিয়া) নলিনীই ত বটে ! হৃদয় ! স্থির হও, এইবার তোমার
মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এই ব্যালা লুকুই—তার পর সময় মত
আবার বেরোবো।

(পুনরায় বৃকাস্তুরালে অবস্থিতি)

(পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ ।)

নলিনী। উঃ ! প্রণয়ের কি এত যাতনা ? এ যাতনা কি
আর কিছুতেই নিবারণ হয়না ? সেই একমাত্র হৃদয়ের ধনই
কি কেবল এ যন্ত্রনার অবসান কর্তে সমর্থ ? (দীর্ঘনিশ্বাস)
উঃ ! এত চেষ্টা করলাম কিছুই ত হলনা ? আমি বৈ পড়তে এত
ভালবাসি—বৈ হাতে পেলে আমার সমুদয় কষ্টের অবসান
হয়—কিন্তু কৈ আজ ত তা হলোনা ? আজ ত বৈ আমার
ভাল লাগলোনা ? —সকলই যে বিষময় বোধ হচ্ছে ! শিষ্য
কর্ম—যাতে গোনানিবেশ কল্যে আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরেনা
আজ সে সকলি বিফল্য (দীর্ঘনিশ্বাস) মন ত আর কিছুতেই
স্থির হচ্ছেনা। উঃ ! এখন কি করি ? কণকাল সেই রূপ ধ্যান
করি, তাহলেও অনেক ক্লেশ নিবারণ হবে (মুদ্রিতনয়নে ধ্যান)
কৈ ? এতেও ত কিছু হলনা ? তবে কি আর কিছু উপায় নাই ?
(চিন্তা) —হয়েছে—(হস্তস্থ লিপি দেখিয়া) লিপি !
তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব জিতেন্দ্রের হস্তলিখিত। এস আজ

তোমাকে বকে ধারণ করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। (পত্র বকে ধারণ) একি লিপি ! তোমাকে বকে ধারণ করে আমার হৃদয় এত জ্বলে উঠলো কেন ? তোমাকে শানিত খড়্গের ন্যায় বোধ হচ্ছে কেন ? তবে কি তুমি আমার জীবিতেশ্বরের হস্ত-লিখিত নও ? (দেখিয়া) না তাই বা কেমন করে হবে ? তাঁরই ত হাতের লেখা বোধ হচ্ছে—আর কাকর লেখা কি এমন হতে পারে ?—তবে খুলে দেখি না কেন, তা হলেই ত সকল ভ্রম দূর হবে (পত্র উন্মোচন) না, এত তাঁরই হাতের লেখা—তবে পড়ি (অধ্যয়ন)

কুহকিনি !

আর তুই মারাজাল বিস্তৃত করিয়া কি করিতে পারিবি ? এক্ষণে জিতেন্দ্রশুকের চক্ষু কুটিয়াছে—সে তোর সমুদায় প্রতারণা—সমুদায় চাতুরী অবগত হইয়া অন্যনীড়ে গমন করিবার চেষ্টায় আছে। আর তোর মধুমাখা বিষগর্ভ বচনে সে ভুলিবার নহে। তোর মুখে অমৃত, কিন্তু হৃদয় কালকূটে পরিপূর্ণ। পাপিয়সি ! তুই দ্বিচারিণী, তবে তুই কি সাহসে জিতেন্দ্রকে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলি ? যাহা হউক এখন সে চেষ্টা হইতে বিরত হ। সে শিকল কাটিয়াছে—এক্ষণে আর তোর নহে—তাহাকে ভুলিয়া যা—সে দ্বিচারিণীর স্বর্ণশৃঙ্খল পায়ে পরিতে অত্যন্ত যত্ন বোধ করে।

পাপভীত জিতেন্দ্র

অ্যা ! একি ? আমি যার জন্যে কেন্দ্রে পাগল, আমার সেই প্রাণনাথ আমাকে এই পত্র লিখেছেন ? (রোদন) হা নাথ ! হা প্রাণপতি ! হা জীবিতেশ্বর ! অভাগিনী

নলিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিল? কে আমার এমন সর্বনাশ করেছে? জীবিতেশ্বর! কে তোমার যনে এমন কুসংস্কারের বীজ রোপন করে দিয়েছে? নাথ! আমি কি দ্বিচারিণী? নাথ! একবার এসে তোমার প্রণয়ভিখ্যানিনী নলিনীর হৃদয় দেখে যাও, তা হলেই বুঝতে পারবে নলিনী দ্বিচারিণী কিনা। একবার এসে খজ্জাঘাতের দ্বারা নলিনীর হৃদয় দ্বিধাচ্ছেব কর—তা হলেই দেখতে পাবে যে নলিনীর হৃদয়ে শত শত সহস্র সহস্র তোমার নিজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে কিনা। নাথ! আমাকে যত খণ্ডে বিভক্ত করনা কেন, প্রতিখণ্ডেই দেখতে পাবে, জিতেন্দ্রপ্রেম বদ্ধমূল করে মূল বিস্তারিত করেছে। নাথ! জীবিত নাথের শত শত সহস্র সহস্র প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে যদি দ্বিচারিণী হয়, তবে আমিও দ্বিচারিণী। নাথ! আমি ত নিজে কুহকিনী নয়—বস্তুতঃ তোমারই প্রণয়কুহকে মুগ্ধ—তোমারই কুহকজালে আবদ্ধ। প্রাণনাথ! এরূপ বাক্যবাণ অপেক্ষা নলিনীকে কেন শতখণ্ডে বিভক্ত করে, কুকুর শৃগালকে ডকণ করালেনা? নাথ! এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সে মৃত্যুও যে আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল ছিল। নাথ! তোমাকে দেখতে দেখতে তোমার হাতে মৃত্যু যে নলিনীর পক্ষে স্বর্গারোহণতুল্য। (উচ্চৈঃস্বরে) উঃ! কি করি! কোথায় বাই! প্রাণ যে ফেটে গেল! ঈশ্বর! আর কেন? নলিনীর মাথায় বজ্রাঘাত কর। জিতেন্দ্রের নিকট অবিশ্বাসিনী হয়ে আর জীবনে প্রয়োজন কি? নাথ! একবার এস—এসে নলিনীকে স্বহস্তে বধ কর—ভয় নাই, এ প্রাণ তোমারই—তুমিই দিয়েছিলে, আবার তুমিই ন্যাও। এস—এস—শিগির এস—(পতন ও মুগ্ধ।)

(বিনোদের প্রবেশ)।

বিনোদ। (সহাস্যে) কি মজাই হয়েছে! কি চিঠিই লিখেছিলাম—বা এঁচেছিলাম, তাই—এখন এককোশে দুটে হবে! এই খবর পেলেই জিতেন ব্যাটা মরবে, তা হলেই নলিনী আর বার কোথা? তখন কাজেকাজেই আমাকে বিয়ে কতো হবে। (সহাস্যে) বেশ হয়েছে—অজ্ঞান হয়ে পড়েচে, আমিও এই ব্যালা নিয়ে পালাই (নিকটে গমন) আছা! কি চেহারা! একবার চুঘন করি (চুঘন) কৈ! নলেন্ তো রাগ কল্যেন না! তবে বোধ হয় মনে মনে আমাকেই বিয়ে কতো ইচ্ছে আছে—কেবল লজ্জার বলছে নুনা—আর নাই বা হবে কেন? এত বড় জমিদারকে কেনা বিয়ে কতো ইচ্ছে করে? (হাত ধরিলি) প্রিয়ে আমি তোমায় পার্টিরাণী করবো—তবে এই বেলা নিয়ে পালাই—আবার কে এসে পড়বে। (ক্রোড়ে উত্তোলনের চেষ্টা)

নলিনী। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছা নাথ!

বিনোদ। এই যে আমি।

নলিনী। (দেখিয়া) অ্যা! কে তুমি?

বিনোদ। আমি তোমার দাস।

নলিনী। (সভয়ে) অ্যা! তুমি না বিনোদ? তুমি কেন এখানে?

বিনোদ। আমি তোমায় বিয়ে করবো।

নলিনী। (দ্রুতগতি উঠিয়া পশ্চাতে সরিতে সরিতে) তুমি আমায় হুঁয়োনা—হুঁয়োনা—আমি পরজী—পরজী।

বিনোদ। (ব্যগ্রভাবে) না—না—না—না—তুমি আমা-

রই, তুমি ও আজও বিয়ে করনি। (হস্তপ্রসারণ)

নলিনী। না—না—না—না—আমার হুঁয়োনা—হুঁয়োনা—
আমি জিতেছি।

বিনোদ। না—না—এখন ও বিয়ে করনি।

নলিনী। আমি মনে মনে তাঁকে বরণ করেছি।

বিনোদ। তা হবেনা—আমার বিয়ে কতই হবে—আমি
তোমার পায়ে পড়ি (পদধারণের চেষ্টা)

নলিনী। (পশ্চাতে সরিয়া গিয়া) না—না—না—হুঁয়োনা—
হুঁয়োনা—

(বেগে জিতেছের প্রবেশ ।)

জিতেছ। অ্যা! একি? (বিনোদের প্রতি) তুমি কেন
এখানে?

বিনোদ। আ—আ—মি—মি (বেগে পলায়ন)

জিতেছ। উঃ! কি আশ্চর্য! আমার জীবনধন নলি-
নীর উপর বলপ্রয়োগ? উঃ! কি পাষণ্ড! অ্যা! এই জন্যই
আমার মন এত অস্থির হয়েছিল বটে? (নলিনীর প্রতি)
একি! তুমি অত কাঁদছ কেন? ভয় কি? আরও তোমায় কেউ
স্পর্শ কতে পারবেনা।

নলিনী। (রোদন, ভয় ও কম্পের সহিত) এ কি
তোমার পত্র?

জিতেছ। (সবিস্ময়ে) আমার পত্র! দেখি (পত্রগ্রহণ
ও পাঠ) কি সর্বনাশ! আমি এ পত্র লিখতে বাব কেন?

প্রিয়ে স্থির হও, এ আবার পত্র নয়—বোঝ হর্য ঐ পাণ্যআরই
এ কাজ ।

নলিনী । আমি—তে—তে—কে—বে—(পড়ন ও মুহুঁ)।

জিতেন্দ্র । (ব্যগ্রভাবে) এ আবার কি সর্বনাশ হল ?

এই বেলা বাড়ী নিয়ে বাই (কোড়ে করিয়া প্রস্থান) ।

পটক্ষেপণ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বিনোদের বৈঠকখানা ।

বিনোদ ও ইয়ারগণের মদ্যপান ।

কেতুবিবীর মৃত্যু ।

কেতু বিবি । গিলু বারোয়া—কাওয়ালী ।

বিনে সৈইয়া মোরারে জীওনা শরভেল

জীওনা শরভেল, পরাণো শরভেল ।

ঘরমে ননদীয়া, ঘাবড়ানা লাগি,

শাস স্বশুরা মেয়া ছাড়ন না দেল ।

শ্যামের পীরিতি কৈনু, কুলকলঙ্কিনী হৈনু

এতেক সরমা তভী, যাতন না গেল ।

১ম ইয়ার । (কেতুর দাড়ী ধরিয়া) ।

Hail ! beauteous Muse ! in thy adamantine chain

This poor antelope is fastened for ever !

Oh ! loosen not, loosen not, willing I say,

For then this poor thing will die away.

কেতু । (হাঁসিয়া) এ কি করছে বারু ?

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) হিপ্! হিপ্! হুরে!

বিনোদ। (শ্রাসে মদ্য ঢালিয়া কেতুর মুখের কাছে
লইয়া) Taste it! Taste it! my everbeloved!

কেতু। না বাবু।

সকলে। বিবীসাছেব! বাবু এতটা অনুরোধ কচোন
মেহেরবাণী করে পেসাদী করে দেও।

কেতু। (কিকিৎ পান করিয়া) আমি আর পারবে
না বাবু!

১ম ইয়ার। No my dear! that won't do, take whole of it.

সকলে। "Drink deep or touch not the Pyreian spring."

বিনোদ। এটা Reverend পোপের sermon। অবহেলা
কত্তে নেই বাপ! চককাণ বুজে ঢক করে গিলে কেল।

১ম ইয়ার। দুর! পোপ কি Reverend?

২য় ইয়ার। বাবা! তা না হলে কি এমন পাকা কথা মুখ
দিরে বেরোয়?

কেতু। আমাকে মাপ করে বাবু!

সকলে। বাপরে! মাপ কি তোমার কত্তে পারি? তুমি
আমাদের আমাপা ধন।

কেতু। আচ্ছা, আমি কিন্তু আর খাবেনা বাবু! (সমুদার
পান)

১ম ইয়ার। Now your hand to mine, beloved!

(সেক হ্যাণ্ড করিয়া)

Now morn, in her rosy cheeks

Peeps at the corner of Eastern gate

Her gorgeous dress and sunny hue
Outshines the beams of brightest Moon.

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

২য় ইয়ার। তবে আমিও একটু শক্তিস্ব করি। (হাঁটু
পাতিয়া গলবদ্ধ হইয়া বোড়হুত্তে)

"These are thy glorious works, parent of good'
Almighty ! Thine this Universal frame
Thus wond'rous fair ! Thyself how wond'rous then !
Unspeakable ! Who sits above these heavens
Altogether invisible to us—"

বিনোদ। ও ত হলোনা বাবা! আমি বলি শোন—

Who sits in this our gracious parlour
And favors us, by dancing, by singing, by drinking
And what I know not, like the kindest mother
When she kisses with affection, the infant on her—
breast.

(কেতুর পদতলে আড় হইয়া পতন)

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

২য় ইয়ার। বাবা বিনোদ! তুমিই স্বার্থ শক্তি চিনেছিলে।

বিনোদ। কেন? আমি একলা কেন বাবা? আমার সাত
পুরুষ এই ত্রতের ত্রতী।

২য় ইয়ার। সকলেই কি এই যন্ত্রে দীক্ষিত?

বিনোদ। সকলেই।

২য় ইয়ার। সকলেই শক্তির উৎসসক?

বিনোদ। সকলেই।

১ম ইয়ার। তবে বাবা ভোকার কদেমি করে অন্য!

বিনোদ। তুমি কপুকুয়ে বাবা?

১ম ইয়ার। তিনপুকুয়ে।

বিনোদ। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি কপুকুয়ে?

২য়। দুপুকুয়ে।

বিনোদ। (তৃতীয়ের প্রতি) আর তুমি?

৩য়। স্বরূতভঙ্গ।

বিনোদ। (চতুর্থের প্রতি) তুমি?

৪র্থ। আমি বাবা কর্তাভজা।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) ডরোয়ান! ডরোয়ান!

নেপথ্যে। খোদাবন্দ!

(দ্বারবানের প্রবেশ)

বিনোদ। ইন্কো নিকাল দেও।

৪র্থ। গোলামের প্রতি ওয়ারেন্ট জারি কেন বাবা?

বিনোদ। চোপারও! কর্তাভজাকো মেইয়া নেই দেকা।

১ম। কেন বাবা! বোন ত দিতে আছে।

বিনোদ। আচ্ছা, তব্বরয়নে দেও।

দ্বার। যো হুকুম খোদাবন্দ! (প্রস্থান)

কেতু। হামি যায় বারু!

বিনোদ। অমন কথা কি বলতে আছে সোনার চাঁদ?

বস, গলায় পা দিওনা।

কেতু। হামি আর কি করবে বারু?

বিনোদ। একটা বাঙ্গালা গান গাও।

কেতু। আর না বাবু! আমার বোসরা বজ্রো আছে—

সকলে। না বাবা! একটা গাইতিই হবে।

কেতু। আচ্ছা বাবু তবু শুনিয়ো।

সকলে। বল, বিজিগত হাতে করেছে।

কেতু। লুম বিবিস্ট—আচ্ছা।

এতবে মিনতি মোর না রাখিলে প্রাণধন।

সাধিনু চরণে ধরে তথাপি না গেল মান।

দিয়েছ রে যে যাতনা, এতে কি সাধ মেটেনা,

না হয় শেষে প্রাণ লয়ে কর মানের অবমান।

বিনোদ। Sweet বিবিসাহেব! Ever dear!

My charmer! do not put—

Do not put, a stop, Oh! here

To this harmonious melody.

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে!

১ম ইয়ার। ওকি বাবা! গোল্ডমিথের বুকুনী দিচ্চা

কেন?

বিনোদ। গোল্ডমিথ আবার দেখলে কোথা?

১ম ইয়ার। ঐ যে

“Sweet Angelina! ever dear

My charmer turn to see”

তা তুমি না হয় Angelina বদলে বিবিসাহেব বসিয়েছ।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) তোমার ত লেখাপড়ার খুব দখল

দেখছি?

১ম ইয়ার। দখলের কমি কি বাবা? পাজি খুলে দেখ।

বিনোদ। চের দেখছি! অমন কত গোল্ডমিথকে পরান করতে পারি।

১ম। গোল্ডমিথকে না আর রুম্মিথকে?

সকলে। হিপ! হিপ! ছরে!

বিনোদ। তোমরা কি আমার মুখ্য ঠাওরালে নাকি?

১ম। মুখ্য কেন? তুমি গুণোমস্ত—চতুর্জ।

বিনোদ। (উচ্চৈঃস্বরে) তুমি বাবা তবে বিভূজ।

সকলে। হিপ! হিপ! ছরে!

বিনোদ। আর আমি অসত্যনিবারিণী সভার তাইস্-চ্যান্সেলার ছিলাম।

১ম ইয়ার। Vice-chancellor না Vice-creator? (হাস্য)

বিনোদ। এঃ একেবারে যে হেঁসে ভাসিয়ে দিলে দেখচি!

১ম ইয়ার। আচ্ছা তবে ডাঁড়িয়ে চ্যান্সেলাই কর।

তা হলেই পেটের নাড়ী পর্যন্ত উঠে পড়বে এখন।

সকলে। সে বেস কথা! সে বেস কথা!

বিনোদ। আচ্ছা কোন্ কোন্ পর্যাণ্টে বল।

সকলে। বিবিসাহেব আর মদ।

বিনোদ। আচ্ছা তবে শোন (দাঁড়াইয়া) বন্ধুগণ! স্বর্গ একখানি বাঁতা মস্ত একখানি বাঁতা বন্ধুগণ! তবে প্রভেদ এই বন্ধুগণ! যে দুখানি বাঁতার মাঝখানে যেমন একটা কাটি পোঁতা থাকে, অর্থাৎ যার চারপাশে বাঁতাখানি ঘুরিয়ে বেড়ায় মুহুমুহু। সেইরূপ আমাদের বরবর্গীবিবিসাহেব স্বর্গবাঁতা ও মস্ত বাঁতার মাঝধানের সেই কাটা বন্ধুগণ! আর

যাঁতার ভিতরে, অর্থাৎ সাধুভাষায় বলতে গেলে বস্তুদ্বয়ের মধ্যস্থলে—যেমন কড়াই গুলি, অর্থাৎ যে গুলি ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত হইবে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে কড়ায়ের ডালই প্রস্তুত করা হইবে—হইবেই হইবে—নিশ্চয়ই হইবে—যুগের ডাল কিম্বা অডোরের ডাল অথবা তৎশব্দস্বয়ং অন্য কোন ডাল, অর্থাৎ সাধু-ভাষায়, দ্বিদল—নহে। যেমন থাকে—যে রূপ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বস্তুদ্বয়ের মাঝখানে—আমরাও তেমনি স্বর্গমর্ত্য যাঁতার মধ্যস্থলে দেদীপ্যমান বিরাজ করিতেছি—শ্রীশ্রীজগদীশ্বর সদৃশ। আর যেমন, যে কড়াইগুলি—কাটা হইতে অনেক দূরে থাকে, সে গুলি—সে গুলি—নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায় বন্ধুগণ! অর্থাৎ যাঁতার ঘুরণকালে। কিন্তু হে ভদ্রমহাশয়গণ! যে সব কড়াই গুলি কাটীর অতি সন্নিহিতের গর্তের মধ্যে—অর্থাৎ কাটীর পদতলের নিকটে যে চক্রাকৃতি গর্ত আছে—তারই মধ্যে থাকে, সে সব কড়াই গুলি কিছুতেই ভাঙেনা বন্ধুগণ! যতই যাঁতা ঘুরুকনা কেন। তেমনি আমরাও সেই স্বর্গমর্ত্যযাঁতার কাটীর সদৃশ। পরোপকৃত্যে যয়া, এই বরবর্ণিনী, কজ্জলময়নয়নী, খঞ্জনীগঞ্জিত-মলধ্বনি গওদেশে বিলাতিপাউডারমাখিনী, তদভাবে সময়ে সময়ে গুণ্ডিতখড়ীকা-প্রলেপিনী, আলতাভ্রুকিতোটিনী এবং ঘোবনমদমাদিনী, স্নমধুরনাদিনী, সপ্তবস্তুবাদিনী, অশেষস্বর্ণরোপ্য-গাদিনী ও ভিনী ভিনী চাঁদিনী এবং হাবিনী ভাবিনী লাবণ্য-নীল পদতলগর্তে পড়িয়া থাকিলে, বন্ধুগণ! কিছুতেই ভাঙ্গিব না বন্ধুগণ! অতএব এস আজ সকলে একমনে একজ্ঞানে একধ্যানে ইহার পদতলে আশ্রয়গ্রহণ করি—যেমন কড়াইগুলি যাঁতার কাটীর পদতলের গর্তে।

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে! (উপুড় হইয়া কেতুবিরির পদধারণ)

বিনোদ। (শুইয়া শুইয়া) আর বন্ধুগণ! একটু জোর করিয়া ধরিতে হইবে বন্ধুগণ! কারণ আলগা করিয়া ধরিলে পিছুলাইয়া যাইয়া বাঁতার মধ্যস্থলে পড়িয়া ভাঙা পড়িবার সম্ভাবনা বন্ধুগণ।

সকলে। হিপ! হিপ! হুরে! [অত্যন্ত বলপূর্বক ধারণ]

বিনোদ। আর বন্ধুগণ! মদের বিষয়ে যা বলি বন্ধুগণ! তাতে এই বলিই যথেষ্ট হবে যে মদই আমাদের স্বর্গারোহণের সিঁড়ি বন্ধুগণ! অর্থাৎ কাটের সিঁড়ি নয়, বাঁশের সিঁড়ি নয়, মাটির সিঁড়ি নয়, ইটের সিঁড়ি নয়, পাতরের সিঁড়ি—সে আবার গুড়ধয়েরে গাঁথা। সেই নিমিত্ত বন্ধুগণ! যে ব্যক্তি পাপরূপ পৃথিবী হতে মদরূপ সিঁড়ি দিয়ে এই কেতুবিরিরূপ স্বর্গবাঁতার আরোহণ না করে বন্ধুগণ! সে অতি পাবণ্ড, নরাধম। আর তাকে দ্বিপদ বলিলেও অত্যাক্তি হয়না। হে স্তম্ভদকুলুভিলক বন্ধুগণ! এক্ষণে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে এসো আমরা আজ এই বরবর্গিনী কেতুবিরির সঙ্গে; আমার হরুপ্রয়নী অর্থাৎ গজেন্দ্রবদনা, ইন্দীবরগমনা, মাসিকার নোলকবুলনা ত্রীত্ৰিমতী মহারাণী নলিনীদাসীর—দাসীর—নানা দেবীর, হেলথ পান করে—কেননা আমার কপালে রাজদণ্ডবিধায় শৈশবকালে যা বলেছিলেন, বিনু আমার সময়কালে অর্থাৎ সোমসুবরসে প্রচণ্ড রাজ্য হবেন—ইতি করি। ইতি তারিখ সন ১২৭৪ সাল পোষমাসের ৩রা ডিসেম্বর।

সকলে। ত্রেভো! ত্রেভো! হিপ! হিপ! হুরে! [করতালী]
বিনোদ। আমি আজ স্বহস্তে তোমাদের মদ বণ্টন
করবো [মদের গ্যাস লইয়া কেতুকে প্রদান]

কেতু। হামি আর খাবেনা বারু।

১ম ইয়ার। একি! অমৃত অকচি!

কেতু। হামি বহুত মদ ভালবাসেনা বারু!

২য় ইয়ার। কেন? তোমার কি বস্তুমকুলে জন্ম?

কেতু। তোমরা তবে কি বারু?

সকলে। শক্তির উপাসক।

কেতু। না বারু, হামি চল্লো, হামায় সকলে গালি দিচ্যে।

১ম। গাল কেন দেবে? কেবল—

কেতু। না বারু চল্লো চল্লো [গমনোদ্যোগ]

সকলে। যেওনা যেওনা মাথা খাও [পদধারণ]

পটক্ষেপণ।

—...—

দ্বিতীয় গভাঙ্ক।

ভুবনেশ্বরীর মন্দির।

প্রমদা করঘোড়ে প্রতিমাসম্মুখে আলীনা, পাশে তার দণ্ডায়মান।

প্রমদা। [গলবস্ত্র হইয়া সরোদনে] হা জননী
ভুবনেশ্বরী! হা ককণাময়ি! দাসীর প্রতি কি মুখ তুলে
চাইবেন না যা? অভাগিনী প্রমদা আপনার কাছে কিসে

এত অপরাধিনী হয়েছে, যে আপনি তাকে এত ক্রেশ দিচ্ছেন ?
 মা ! এক জনের জন্যে যে আমার সোণার সংসার হারবার
 হল। হায় ! আমি রাজরাণী হয়ে ছাটের হাঁড়িনী হলেম।
 মা ! আমার সংসারে ত কিছুই অভাব ছিলনা। সকলই ত
 আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু এক জনের জন্যে
 যে সে সকলি অন্ধকার বোঝ হচ্চে ! [দীর্ঘনিশ্বাস] আহা !
 ছেলেবেলায় বাবা আমাকে রাজরাণী হও বলে আশীর্বাদ
 কতেন [সরোদনে] তা পিতঃ ! তোমার সে আশীর্বাদ ফলবান
 হয়েছিল বটে, কিন্তু একজনের জন্যে সে সমুদয় আমার
 পক্ষে বিষতুল্য হয়েছে। আমি ছেলে বেলায় সৈঁজুতীর ত্রত
 করে, তার মত সমুদায় ফলই পেয়েছিলাম—আমার সোনার
 সংসার—কোশল্যার মত শাশুড়ী—দশরথের মত শ্বশুর—লক্ষ-
 ণের মত দেওর—সকলই হয়েছিল, কিন্তু একা রাম আমায় সে
 সমুদায়ে বঞ্চিত করে বনবাসিনী কল্যেন। আমি ছেলেবেলায়
 মাকে হারিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঠাকুণের স্নেহময় লালন
 পালনে সে সমুদায় শোক বিন্মৃত হয়েছিলাম। শ্বশুর আমার,
 বোমা বলতে অজ্ঞান হতেন। কিন্তু এ অভাগিনীর কপালে
 দুঃখ আছে কে খণ্ডাতে পারে ? সেই স্নেহময় শ্বশুর—সে বধু-
 প্রাণী শাশুড়ী—সকলেই অকালে এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ
 করে স্বর্গে চলে গিয়েছেন। এখন আর প্রমদার দুঃখে
 আহা বলে, এমন একজনও নেই। তবু আমার কপাল ভাল
 যে অমন গুণের দেওর পেয়েছিলাম। (সরোদনে) আহা
 ঠাকুরপো ! এখন তুমিই দুঃখিনী প্রমদার একমাত্র জুড়বার
 স্থান। আমি তোমাকে পেটের ছেলের মত বিবেচনা করি।

এখন তুমি কিম্বা আর কে, হৃদয়বীর, প্রতি মুখ তুলে চাইবে?
(রোদন)

তারা। মাঠাকরোণ! কতি নেগেছেন কি? অমন করে
চকির জল ফেলি, আগনি আর কদ্দিন বাঁচুতি পাববেন?
একটু ছামাই ককন।

প্রমদা। তারা! সকলি বুঝি—কিন্তু কি করে শাস্ত হই
বল দেখি!

তারা। তা বলি কি করবেন বল? অমন করে চকির
জল ফেলালি যে অকল্যাণ হয়।

প্রমদা। তারা! আর আমার কল্যাণে কাজ কি?

তারা। অমন কতা কি বলুতি আছে খেপীর মেয়ে? বাবু
বোঝলেন না, তাই এমন নক্ষারি এতড়া কলেশ দিতি নেগে-
চেন।

প্রমদা। তারা! তাঁকে কিছু বলিসনে—ও আমারই
কপালের দোষ। এখন শিগির শিগির মরণ হলেই বাঁচি!

তারা। অমন সর্বমুখে কতা কি বলুতি আছে পাগলি!
ছোটবাবুর ত মুকির দিকি তাকাতি হয়? তানাক্ত আর মা
বাপ্ নেই। তুমিই তানার মা, তুমিই তানার বাপ, তিনি ত
আর তোমা বই জানলেন না!

প্রমদা। তারা! ঐ কথা সত্যি বটে। কিন্তু কি করি
বল দেখি? আর ত এ যাতনা সহ্য হয়না!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(দেখিয়া) তারা! দেখুও কে?

ভারা। (দেখিয়া) এ যে ভীষণাচারিণী! খিটখিট দেখাতি পাই। এই আবাগীর জনিই ও এতডা কেলেশ।

প্রমদা। ও কি ভারা! ওকে গাল দিচিস্ কেন? ওর দোষ কি? আমারি কপালের দোষ। তা নইলে নলেনের মত মেয়ে কি আর আছে?

(মোহিনী নলিনী এবং অহল্যার প্রবেশ)

মোহিনী। (দেখিয়া) কি প্রমদা যে এখানে? ভাল আছ ত?

প্রমদা। দিদি! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? অভাগিনী প্রমদার কি আর ভাল মন্দ আছে, যে স্ত্রী স্বামী-রদে বঞ্চিত, তার আর ভালয় কাজকি বল দেখি? (রোদন)

মোহিনী। (চক্ষু মুছাইয়া) প্রমদা! আমার কমা কর। তুমি মনে ব্যথা পাবে জান্লে আমি কখন এমন কথা জিজ্ঞেসা কন্তে না।

প্রমদা। সে কি দিদি! তোমাকে ত আমি কিছুই বলিনি, বরং নিজের অদৃষ্টকেই ভৎসনা কচি।

মোহিনী। কেন? কেন? নিজের অদৃষ্টকে ভৎসনা কেন? ভগিনি! তুমি ত এক রকম রাজরাণী বজ্রিই হয়। তোমার সোনার সংসার, অমন গুণবান্ দ্যাওর, এত লোক জন, তোমার কিসের অপ্রতুল? টাকা কড়ী বল, সোনা দানা বল, দাস দাসী বল, তোমার ত কিছুই অভাব নেই। *

প্রমদা। দিদি! সে কথা সত্যি বটে। কিন্তু যার মুখে এই সকলে শুধ, তিনিই আমার পায়ে ঠেলেছেন। দিদি!

এখন বল দেখি আমি এই সকল চাঁকাকড়ী দানদাসী নিয়ে
কি করবো ?

অমাবস্যাতিথি পেয়ে—দ্বিগুণিতবলে—
গভীর তিমির যবে গ্রাসে যামিনীরে—
ব্যাদিয়া করাল মুখ। মলিন বসনে
কাঁপি স্রুচারুবদনে—কাঁদে নিশাসতী—
নিজ মনোদুখে অতি। চমকি সঘনে
বরষে হিমানীবিন্দু অশ্রুবিন্দুছলে।
কে পারে তুষিতে তাঁরে এহেন সময়ে—
কে পারে হাঁসাতে তাঁরে সোহাগের ভরে—
বিনা প্রিয় শশধর ? কখনো সজনি !—
পুঞ্জ পুঞ্জ তারাকূলে হেরি চারিদিকে—
হাঁসে কি যামিনী সতী প্রেমমাখা হাঁসি
সোহাগেতে গ'লে গ'লে ঢ'লে ঢ'লে পড়ে ?
সতীর ভূষণ স্বামী—হৃদয়ের নিধি—
ইহলোকে জুড়াবার একমাত্র স্থান।
তাপিত হৃদয়, যাঁর প্রেমতরুতলে
লভয়ে বিশ্রামসুখ জলিয়া পুড়িয়া—
সংসার-তপন-তাপে। তাঁর অনাদরে-
বল দেখি কাঁচে কোন্ পতিপ্রাণা সতী ?
কি ফল মণি-মুকুতা-রজত-কাঞ্চনে ?
অতুল সম্পদ—ধন—প্রবাল রতনে

হৃদয়রতন বিনা ? কি কল হৃদয়ে ?

প্রাণপতি বিনা বল কি কল জীবনে ? (রোদন)

মোহিনী । (অকলের দ্বারা প্রেমদার অশ্রুমাঞ্জন করিয়া)
ভগিনি ! আর কেঁদে কি করবে বল ? তুমি চেষ্টা কর তা হলেই
তোমার পতির চরিত্র সংশোধিত হইবে । আহা ! এমন পতি-
প্রাণা সরলা যার ঘরে, সে আবার অন্যকে বিবাহ করবার
জন্যে লালায়িত ! বিবাহ চুলোয় যাক—এমন স্ত্রী থাকতে কি
অন্য স্ত্রীর নামও করা উচিত ? বিনোদ নিতান্ত পাগল তাই
তোমার মত স্ত্রীরত্নকে অনাদর করে ।

প্রমদা । দিদি ! আমি কি চেষ্টা করতে বাঁকী রেখেছি ?
আমি তাঁর পায়ে পর্য্যন্ত ঘরে কেঁদেছি । কিন্তু এততেও ত
কিছু হলনা । ভাল হবার কথা বলতে গেলেই তিনি বিরক্ত
হন, আর বলেন যে তোমাকে আর লেখচার দিতে হবেনা ।
(মোহিনীর হস্ত ধরিয়া সরোদনে) তা দিদি ! তুমি যদি
তোমার তাঁকে——(রোদন)

মোহিনী । [চক্ষু মুছাইয়া] তার জন্যে এত ভাবনা
কেন ? আমি এখন গিয়ে তাঁকে, বিনোদকে ভাল করে
বুঝিয়ে বলতে বলবো এখন ।

প্রমদা । দিদি ! তবে আমার মাথা খাও যেন ভুলোনা ।

মোহিনী । সে কি ভগিনি ! আমার দ্বারা যদি তোমার
কিছু উপকার হয়, ত সে কি আমার অনিচ্ছা ?

প্রমদা । দিদি ! আমি তা বলিনি । কপাল মন্দ হলে
সকল বিষয়েই সন্দেহ হয়, তাই বলছি——(রোদন)

মোহিনী। দিদি! আর চকের জল কেলোনা! আমি এখনি এর বা হয় একটা উপায় করবো এখন।

অহল্যা। যা! ভুমিরাজলক্ষী। তোমার ভাবনা কি যা? চুপ্ কর—কৈদোনা। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার সোয়ায়ীর সুখতি হবে।

প্রমদা। যা! আপনার আশীর্বাদেই আমি হারানিষি ফিরে পাবো। আমি তবে এখন আসি। আবার সংসারের যে দিক্ না দেখবো সেই দিক্ একেবারে জ্বলেপুড়ে যাবে।

অহল্যা। এসো যা এসো। নলেন্! প্রমদাকে প্রণাম কর।

(নলিনীর প্রণাম)

প্রমদা। (নলিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি! পতি-সোহাগী হও।

অহল্যা। আহা যা সেই আশীর্বাদই কর।

প্রমদা। তবে আমি আসি যা!।

অহল্যা। এসো যা এসো।

(প্রমদা ও তারার প্রস্থান)

মোহিনী। তবে এসো আমরাও ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করে বাড়ী যাই।

অহল্যা। চল যা চল।

(সকলের প্রণাম ও প্রস্থান।)

(তৃষিতভাবে দেখিতে দেখিতে বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। (স্বগতঃ) এঃ! হাতছাড়া হলো দেখছি!

যেখানে বার সেইখানেই ঐ মোহিনী ছুঁড়ী সঙ্গে। আ!
 এমন আপদেও কি কখন মানুষে পড়ে? এ বেটী যেন কাকের
 পেছুতে কিও লেগেছে। একদণ্ডের জন্যেও ত দূর ছাড়তে
 চায়না। কি আশ্চর্য্য! বেটীর কি আর কোন কাজ
 কর্তব্য নেই? ভাল! না হয় একদণ্ডের জন্যে ছেড়ে দে যে
 যোগেযোগে কাজটা ওচিয়ে নিই। (চিন্তা) এখন করি কি?
 পথে ঘাটে একলা ছুকলোনা পেলেও ত আর কিছুই হবারা
 দেখছি—অথচ ঐ মোহিনী বেটী থাকতে একা পাওয়াও
 ভার। (চিন্তা) আচ্ছা আর কি কোন উপায় নেই? সকল
 চেষ্টাই ত দেখছি মিছে হল। (দীর্ঘনিশ্বাস) আহা! অমন
 করে মিছি মিছি চিঠিখান লিখলাম, তাতেও ত কিছু হলো-
 না। চিঠিখান পড়ে কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। (চিন্তা)
 আমারি বোকাম হয়েছে। ঠিক সেই সময়েই যদি নিয়ে পালাই
 তাহলেই ভাল হয়। উঃ! কি সুবিধেই গ্যাছে! যা হোক
 এখন গেরোর কর্মই বলতে হবে? (দৃশ্যকাল শুদ্ধভাবে
 অবস্থিতি) নলিনী দেখছি জ্বিতেনুকে সত্যিসত্যিই ভালবাসে।
 যাহোক তারি কপাল ভাল বলতে হবে, যে অমন সুন্দরী
 ভালবাসা হয়েছে। আহা রূপ ত নয় যেন ক্ষীর! (চিন্তা)
 আচ্ছা এখন করি কি? নলিনীকে না পেলে ত সবই মিছে।
 আহা! যদি আগে প্রমদাকে বিয়ে না কতাম তা হলেই ভাল
 হত। কেননা তাহলে নলিনীকে পাবার আর কোন বাধাই
 থাকতনা। সেই ত আমার নলিনীকে পাবার পথে পাহাড়
 হয়ে বসে আছে। (চিন্তা) হয়েছে—প্রমদাকে তাড়িয়ে
 দিই—তাহলেই হবে। সেই কথাই ভাল। (চিন্তা) কিন্তু

৬৮

কুম্ভমে কীট নাটক।

প্রমদাও আমাকে বখাৰ্খ ভালবাসে। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা বলে
কি হয়?—নলিনীকে চাই—তাতে সব যায় সেও স্বীকার—
তবে বাই তাই করিগে।

[প্রস্থান।

পটভঙ্গনা।

—•••—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

(বিনোদের শয়নগৃহ।)

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। আরে মলো! কাকেও যে দেখে পাচ্চিনে!
সব গেল কোথা? (উচ্চৈঃস্বরে) ও তারা! তারা! ও
তারা! আরে মলো! কাকর উত্তর নেই যে! ব্যাপার
খানা কি? সবগুলো কি মরেছে নাকি? ও তারা! তারা!
ও তারা——হারামজাদি! গলা কেটে গেল তবু সাড়া
নেই! (সক্রোধে) রসো! আজ ঘরে আগুন দেবো তবে
ছাড়বো। (সমুদায় দ্রব্যাদিক্ষেপণ) আরে মলো! এখনো
এলনা! ও তারা! তারা —

(নেপথ্যে)

কেন গা বাবু?

বিনোদ। (বিকৃতস্বরে) এতক্ষণে কেন গা বাবু? রসো!

তারার প্রবেশ।

তারা। তাম্বু দিতি বল্চো নাকি গা?

বিনোদ। (বিকৃতস্বরে) তোমার মুণ্ড দিতি বল্চি।
এই দিকে আস ত একবার দেখি (তারার প্রতি দাবন)

তার। (সভয়ে) অ্যা—তা মুই কি করবো ?

বিনোদ । তা তুমি কি করবেনা ত—আমি কি করবো নাকি ?
তোর বাবুনী কোথা ?

তার। তাই কলিই ত হয়। অ্যাত ডাক্‌ইক্ নাই
কল্লেন ।

বিনোদ । আরে মলো ! আবার জবাব ? ডাঁড়াও তোমার
জবাব দেওয়াচি ! [তারার কেশাকর্ষণ ও পদাঘাত]

প্রমদার প্রবেশ ।

প্রমদা । (তারাকে টানিয়া লইয়া) কেন ? কেন ?
হয়েছে কি ? বুড় মাগীকে যে একেবারে মেরে খুন কল্যে
দেখচি ।

বিনোদ । (উচ্চৈঃস্বরে) মারবেনা ত কি করবে ? এতক্ষণ
হাঙ্গিল কি ?

প্রমদা । হয়ে থাকে কি ?

বিনোদ । পাড়ায় টল দেওয়া ।

প্রমদা । ওমা ! কবে আমি পাড়ায় টল দিইচি ? (রোদন)

বিনোদ । রাখ—আর তোমার গোবিন্দ অধিকারীর মত
নাকী সুর ডাঁজতে হবেনা । বলি—শুনহ ?

(প্রমদার অধোবদনে রোদন)

বিনোদ । আ আমার ঝাঁঝরাচকি ! একেবারে যে
চোকের জলে গঙ্গার জন্ম দিয়ে কেল্লে দেখ্‌ছি ! বলি—বা
বলি তা শুনবে কি না ?

প্রমদা । বল—কান_পেতে আছি ।

বিনোদ । আচ্ছা—পাড়ায় যদি টল্ না দেবে ত শতীশের সঙ্গে অত গলাগলী ভাব কেন ?

প্রমদা । তিনি আমার সহোদরার মত স্নেহ করেন ।

বিনোদ । আর সমস্কৃত্য কাজ নেই । ভাষায় বলতে আজে হোক ।

প্রমদা । তিনি আমার ভগ্নীর মত ভালবাসেন ।

বিনোদ । ভগ্নীর মোতন—না উঁপঁপ্তীর মোতন ?

প্রমদা । নাথ । আমি তোমার স্ত্রী—তা আমাকে কি এই সব কথা বলা তোমার উচিত ?

বিনোদ । তা তোমায় বলা উচিত নয় ত কি বড়দীদিকে বলা উচিত নাকি ?

প্রমদা । সে তোমার ইচ্ছে—ইচ্ছে হয় তাঁকে বলো—না হয় বলোনা ।

বিনোদ । বাঃ ! এই যে আবার আঁটকঁটাও শিকেচ ?

প্রমদা । কোন শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে ।

বিনোদ । বয়েই গ্যালো ! আমিও ত তাই চাই ।

প্রমদা । নাথ ! স্বামীর মুখে বড় কথা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বজ্রাঘাতের সমান ।

বিনোদ । তবে ছোট করে বলি (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) বলি কি কচ্যো গো বাবুঠাকুর ?

প্রমদা । তোমার পায়ে পড়ি, আর ব্যাখ্যানা করোনা আমার ঘাট হয়েছে । এই নাকেকানে খত দিচ্ছি আর, কখন এমন কথা বলবোনা ।

বিনোদ। কুহু না কেকানো দিলেই হবেনা। থাকে কানে চোকে মুকে সব জারগার দেয়া চাই।

প্রমদা। আছা তাও না হয় দিচ্য। এখন—কি বলহিলে বল দেখি।

বিনোদ। বলহিলাম কি—বলি তুমি বাণের বাড়ী যাও। আমি তোমার খোরাকপোষাকের বা কিছু খরচ লাগবে সব দেবো। আর তা ছাড়া যখন বা দরকার হবে আমার কাছে চেয়ে পাঠালেই তখনি পাঠিয়ে দেবো।

প্রমদা। কেন নাথ! আমি তোমার কাছে কিসে এত অপ-রাধিনী হয়েছি, যে আমাকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে একলা পাঠিয়ে দিতে চাচ্য?

বিনোদ। সে কথা এখন থাক্। আমি বা বলচি তাই কর। তোমার টাকাকড়ীর কিছু অভাব হবেনা। যখন বা চাই তখনি তাই পাবে।

প্রমদা। নাথ! আমি কি অকিঞ্চিৎকর টাকাকড়ীর প্রয়াস করি নাকি?

বিনোদ। তবে তুমি কি চাও?

প্রমদা। আমি তোমাকে চাই।

বিনোদ। ইস্! কেবল মুখখানি।

প্রমদা। নাথ! কবে তুমি আমার কেবল মুখখানি দেখেছ?

বিনোদ। কেন—রোজরোজি দেখি।

প্রমদা। নাথ! তুমি আমার হৃদয় চিরে দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে আমি কি চাই।

বিনোদ : আমি অতঃপর কোরো সুবিনে ! এখন তুমি কি
চাও পক্ষি করে বল।

প্রদম : আমার কি স্পষ্ট করে বলবো ? আমি তোমাকে
চাই। আমি সহস্রবার বল্চি তোমাকে চাই। আমাকে
যে কেন জিজ্ঞাসা করুকনা—আমি তাকেই বলবো তোমাকে
চাই। আমি যত দিন বাঁচবো ততদিন বলবো তোমাকে
চাই। মৃত্যুকালেও আমি বলবো তোমাকে চাই। আমি
স্ব্থের সাগরে ভাসলেও বলবো তোমাকে চাই—দুঃখের
সাগরে ভাসলেও বলবো তোমাকে চাই। আমি স্ব্থের
সাগরে ভাসলেও তোমার হাত ধরে ভাসবো—দুঃখের
সাগরে ভাসলেও তোমার হাত ধরে ভাসবো। তোমাকে
ছাড়া জগতে আর আমি কি চাইবো ? নাথ ! তুমি আমার
জীবনযৌবনের কর্তা—স্বামী। তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের
একমাত্র অধীশ্বর। আমি তোমাকে ছেড়ে অকিঞ্চিৎকর টাকা-
কড়ী নিয়ে কি করবো ? জীবিতেশ্বর ! জগতে পতিই রমণীর
গতি—পতিই সতীর জীবনসর্বস্ব ধন। আমি আমার সেই
জীবনসর্বস্ব প্রাণপতির হাত ধরে যেখানে বল যেতে পারি—
বা বল তাই করতে পারি। প্রাণপতির সঙ্গে অরণ্যবাসও
আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। নাথ ! মকতুমি—যেখানে
ভ্রান্ত পথিকেরা তৃষ্ণায় শুষ্কতালু হয়ে, জলভ্রমে মরীচিকার
অনুসরণ করে করে শেষে বিঘোরে প্রাণ হারায়—যেখানে উত্তপ্ত
বালুকামাশি করালকালমুখ বিস্তৃত করে পদে পদে গ্রাস
করতে আসছে—যেখানে সিংহব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাই
প্রতিবাসী বলে গণ্য—আমি প্রাণপতির হাত ধরে সেখানে

গিয়েও বাস কতো পারি। সে বাসও আমার পক্ষে মুখকর। কিন্তু তিনি ছাড়া ইন্দ্রদ্রপদও আমার কাছে অতি দৃণ্যবস্ত্র। নাথ! আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি তুমি আর আমাকে বাপের বাড়ী যেতে বলোনা। দেখ আমি বাতে মনে ব্যথা পাই এমন কাজ কি তোমার করা উচিত? আর আমার মাথা খাও-বে সব লোকে তোমার এই পরামর্শ দিয়েছে তুমি একেবারে তাদের সঙ্গে ছেড়ে দেও।

বিনোদ। (করতালী দিয়া) ত্রেতো! ত্রেতো! পাদ্রী সাহেব! খুব লেকচার দিয়েছ।

প্রমদা। নাথ! আমার মাথা খাও আর রক্ত করোনা—যা বলি তাই শোন।

বিনোদ। আবার গৌরচন্দ্রিকে ভাজবে নাকি? (বিকৃত মুখে) মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শেখানই দায়।

প্রমদা। আচ্ছা আমি লেখাপড়া শিখেছি বলে কি তোমার একটুও আমোদ হয়না? স্ত্রী লেখাপড়া শিখলে অন্য স্বামীরা তাদের নিরে কত আদর—তবে কত আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন।

বিনোদ। আমোদআহ্লাদ? বাবা! মেয়ে মানুষের লেকচারের ওঁতোর অস্থিচর্য সার হল—আবার আমোদ আহ্লাদ? এখন ছেড়ে দেও পাদ্রীসাহেব! গা বেড়ে বাঁচি।

প্রমদা। নাথ! দেখ আমি তোমার স্ত্রী। তা স্ত্রীর কথা কি একটাও রাখতে নেই? আমি তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাচ্ছি তুমি আমার এই কথাটা রাখ।

বিনোদ। আর কথা রাখতে হবেনা। এখন যা বলি তা শোন।

প্রমদা। বল—শুনছি।

বিনোদ। বল্চি কি তুমি বাপের বাড়ী যাও, তাতে ত আর তোমার কোন কষ্ট হবেনা। কি বল?

প্রমদা। (অধোবদনে স্বগত) আবার ঐ কথা? চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

বিনোদ। বলি—চুপ করে রইলে যে? বল না যাবে কি না?

প্রমদা। কোথা যাবো?

বিনোদ। তবু বলে কোথায় যাবো! (মুখভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) বাপের বাড়ী—বাপের বাড়ী—বোমের বাড়ী—

প্রমদা। তা সেই আমার সকলের চেয়ে ভাল (রোদন)।

বিনোদ। আঃ! কেঁদে জিতবে নাকি? চোকে যে আর জল ধরেনা! এখনও বল যাবে কি না?

প্রমদা। না।

বিনোদ। না? এই—যাবে আর ভাল বলবে। দেখ—দেখি যাও কি না?

প্রমদা। কখন যাবোনা।

বিনোদ। যাবে—যাবে—যাবে—

প্রমদা। কখন যাবোনা—কখন যাবোনা—কখন যাবোনা।

বিনোদ। কেন যাবেনা?

প্রমদা। বাড়ী ঘর কেলে কোথায় যাবো?

বিনোদ। বাড়ী যর ফেলে? কোন্ বাড়ী?

প্রমদা। এই বাড়ী।

বিনোদ। কার এ বাড়ী?

প্রমদা। আমার বাড়ী।

বিনোদ। তুমি পেল কোথা?

প্রমদা। আমার স্ত্রী দিয়েছেন।

বিনোদ। তবে কার এ বাড়ী?

প্রমদা। আমার।

বিনোদ। তবু বলে আমার?

প্রমদা। তা আমার নয় ত কার?

বিনোদ। এঃ! ওঁর বাড়ী! এখনও বল কার?

প্রমদা। আমার।

বিনোদ। তোমার বাবার। বেরো হারামজাদী বাড়ী থেকে (পদাঘাত)

প্রমদা। (সরোদনে) অ্যা!—বাবার!—হারামজাদী! পৃথিবী দোকাঁক্ হও আমি প্রবেশ করি। (অধোবদনে রোদন)

বিনোদ। চুপ্ করে ডাঁড়িয়ে রইলি যে? বেরো বলছি এখনো।

প্রমদা। (সরোদনে) নাথ! তবে কি তুমি আমার তাড়িয়ে দেবে?

বিনোদ। হ্যাঁ দেবোঁ।

প্রমদা। কেন? আমি কি দোষ করছি?

বিনোদ। কি দোষ করছিস্? তুই আমার নলিনীকে বিয়ে করবার পথে পাছাড় হয়ে বসে আছিস।

প্রমদা । অ্যা!—পাহাড় হয়ে বসে আছি? আচ্ছা
তবে আমি যাই—যাই—জয়ের মত যাই—মা ভুবনেশ্বরি!
দেখো মা আমার প্রাণেশ্বরের যেন কোন আপদ বিপদ
না ঘটে ।

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান ।)

বিনোদ । আঃ! বাঁচলেম! "এখন নলিনীকে পাবার
ভরসা হলো । তবে যাই যোগাড় দেখিগে ।

(প্রস্থান ।)

পটক্ষেপণ ।

দ্বিতীয় গভাক্ষ ।

কাশী যাইবার পথের নিকটস্থ জঙ্গল ।

মলিনবেশে রুগ্না প্রমদা মৃত্তিকাগণ্ডে মস্তক রাখিয়া ভূমিশ্যায়ে
শয়না । শিয়রে তারা আসীনা ।

প্রমদা । (সরোদনে) তারা! কৈ? কৈ? আমার
প্রাণেশ্বর কৈ? কৈ? কৈ? আমার জীবনসর্বস্ব কৈ?
কৈ? কৈ? কৈ আমার প্রাণপ্রতিম বিনোদবারু কৈ?
(উচ্চৈঃস্বরে) তারা! তারা!—

তারা । (সরোদনে) ওই যে মা ঠাকরোগ! কি
বললেন বল ।

প্রমদা । (উচ্চৈঃস্বরে) তারা এসেছি? হা! হা!

হা! দেখতো! দেখতো! তিনি বুঝি ঐ খাবের আড়ালে
ডাঁড়িয়ে!

তার। (সরোদনে) বালাই! বালাই! বাট! বাট!
ডেঁড়িয়ে আবার থাকবে কেডা!

প্রমদা। না দেখনা! দেখনা! (উচ্চৈঃস্বরে) কই!
দেখলিনি? দেখ বলছি—নইলে—

তার। (সরোদনে) কই এই ত দ্যাখলাম মা! কেউ ত
নেই।

প্রমদা। না দেখনা দেখ—আছেন বৈকি। বলনা
বল—আমার কাছে এসে বসতে বল। লজ্জা কি?
স্ত্রীর কাছে আসতে কি স্বামীর লজ্জা করে?—বলনা বল!—
লজ্জা কি বল।

তার। (সরোদনে) কারে বলবো মা? কেউ ত নেই।

প্রমদা। বলবিনে?—আমার হুকুম মান্বিনে?—আচ্ছা
তবে আমিই বলি। (হঠাৎ উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এসো!
এসো! আমার মাথার মণি এসো! লজ্জা কি? আমার
কাছে আসতে লজ্জা? এসো আমার প্রাণেশ্বর! এসো!
এসে আমার হৃদয়সিংহাসনে বসো! (উত্থানের চেষ্টা)

তার। [ভাড়াভাড়ী প্রমদাকে ধরিয়া] মা ঠাকুরোণ!
কত্তি নাগলেন কি? এমন করে একশবার ঝাঁকার দিয়ে
উঠতি গেলি যে ভিন্নি লাগবে। [শোয়াইয়া দেওন]

প্রমদা। (উচ্চৈঃস্বরে) এখনও এলেনা? এসো! এসো
আমার কাছে এসে বসো—লজ্জা কি? স্ত্রীর কাছে আসতে
লজ্জা? না না তুমি কি জাননা যে প্রমদা সে রকম স্ত্রী নয়।

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে যে আমি দাঁত দিয়ে তুলে দিতাম !
এসো ! এসো !

* তারা । [সরোদনে] মা ঠাক্রোধ ! একটু চূপ করেন।
অমন করে এলোমেলো বকে আমার মাথা খাতি লাগলে
কেন ?

প্রমদা । [উচ্চৈঃস্বরে] বা—বা—তুই বা—তুই কেন
এখানে ? আমরা স্ত্রীপুরুষে কথা কহি তুই কেন এখানে ?
না তুমি এসো ! ও মাগী গিরেছে—তুমি এসো ! [উচ্চৈঃস্বরে]
কি আসবেনা?—আমার কাছে আসবেনা ? নলেনকে বিয়ে
করবে ?—তা করনা—কর । তাতে কি ?—কর—তুমি সুখী
হলেই প্রমদার সুখ—তাতেই তোমার প্রমদার স্বর্গ । আমার
কি অনিচ্ছে ? তোমারও সুখ—আমারও সুখ—তাতে কি
আমার অনিচ্ছে ? কর—কর—নলেনকে বিয়ে কর—আমি কিন্তু
দাঁত দিয়ে তোমার পায়ের কাঁটা তুলে দেবো । কর—কর—বুক
চিরে রক্ত দেবো—কর—কর—(কণকাল মৌনভাবে অবস্থিতি)

তারা । (সরোদনে) করবো কি এখন ? এ বোনের মদ্যি ত
মনিষি নেই যে হাত খান ধরে দেখাই । এমন ধারা কত্তি
লাগলেন কেন ? কিছুইত বুঝি পাঞ্জামনা ।

প্রমদা । কর—কর—আমার মাথা খাও কর । আমাকে
তোমার দাসী কর—কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিওনা—
হারামজাদী বলোনা—বাপের বাড়ী বলোনা—কর—কর—
আমি বলছি কর—নলেনকে বিয়ে কর—(বেগে উত্থান)
কি ? ওরু আমার নেবেনা ? তাড়িয়ে দেবে ? বাপের বাড়ী
বলবে ? আচ্ছা তা বল—কেবল হারামজাদী বলোনা—স্বামী

হয়ে কি অমন কথা বলতে আছে ? ওতে যে পাপ হয়—তোমার ও পাপ হয়—আমারও পাপ হয়—হি বলোনা—বলোনা লোকে নিন্দে করবে—বলোনা—তোমার নিন্দে কি আমার নয় ? বুক যে কেটে যাবে। স্বামীর নিন্দে কি স্ত্রীর প্রাণে নয় ?—বলোনা—বলোনা—মাথা খাও বলোনা—বুক চিরে দেখো—বলোনা—বুক চিরে দেখো তোমার ছবি—আমার প্রাণনাথের ছবি—আমার জীবিতেশ্বরের ছবি—আমার সাধের বিনোদবাবুর ছবি। তবু বলবে ?—প্রমদার হৃদয় দেখলেনা ? তোমার দাসীর হৃদয় বুঝলেনা ?—দেখ আমার মাথা খাও দেখ—এই দেখ—(বক্ষস্থলে হাত দিয়া) এই দেখ—এই দেখ—আমি নিজে চিরেছি—দেখ সব ভস্ম হয়ে গিয়েছে—সব জ্বলছে—কেবল আমার প্রাণের বিনোদবাবু চূপ করে বসে আছেন—পুড়ছেনও না—জ্বলছেনও না। প্রমদার দুঃখে কেউ পোড়েনা ?—কে পোড়ে ?—কেউ না—কেউ না—জগতে কেউ না—কেবল একজন পোড়ে—ঠাকুরপো ঠাকুরপো—আমার পেটের ছেলে। এস বাবা এস—আমি তোমাকে বাবা বলে ডাকুবো—বাবা বলে আদর করবো—পেটের ছেলেকে কে না বাবা বলে ? ঠাকুরপো ? তা হোক, আমি তোমাকে ছেলে বেলা থেকে মানুষ করিছি। ছেলেবেলা থেকে মানুষ কল্যেই পেটের ছেলে হয়। তুমি ত মা বল ?—হলেই হলো। কেঁদোনা—কেঁদোনা। প্রমদার দুঃখে কেউ কাঁদোনা—তুমি কেন কাঁদবে ? তবু কাঁদবে ?—মা বলে বলে কাঁদবে ? এস প্রমদার ভাগ্যি ভাল—এস আমার বৃকের ধন বৃকে এস—আমার—

তারা। (সরোদনে) মা ঠাকুরোণ কত্তি লাগলেন কি ?

প্রমদা। আমার মাণিক এস—আমার চন্দ্রপুখব এসো! কেঁদোনা—কেঁদোনা—তবু কাদবে? না বলে বলে কাদবে? না কেঁদোনা।

তারা। মা ঠাকুরোণ! একটু ছামাই কর।

প্রমদা। হ্যাঁ—জামাই? জামাই? আমার ঝি—আমার জামাই? আচ্ছা—আচ্ছা—বেশ—বেশ—

তারা। আবার আমার ঝি আমার জামাই কি বলতি নাগলেন?

প্রমদা। কি—আবার হারামজাদী? তুমিও হারাম-জাদী বলবে? (বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া) এই দেখ—দেখ—জ্বলে গ্যালো—পুড়ে গ্যালো—বিনোদবারু বুকের আগুনের মাঝখানে বসে আছেন দেখ—পোড়েনওনি—জ্বলেনওনি। প্রমদার আগুনে পুড়বেন কেন? দেখ—দেখ—জ্বলে গ্যালো—জ্বলে গ্যালো—পুড়ে গ্যালো—জল—জল—জল (পতন ও মুছা।)

তারা। (সরোদনে) ওমা! আবার একি সর্বনাশ হলো মা! (ক্রোড়ে করিয়া) কেন মা আমার মাথা খাতি এমন কষ্ট কত্তি এয়েলে যে এই মাঠের মদি বিঘোরে পরাণটা খোয়াতি হলো! হায়! তুমি রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে এই জঙ্গলের মদি ঝে এমন করে মারা যাবে তাত আগে জানতাম না। হায়! আমি অ্যাখন কি করবো—কোথা যাবো! বাবু বোঝলেন না তাই এমন ঘরের নক্ষীরি ঘর থেকে তেড়িয়ে দেলেন। (রোদন।)

প্রমদা। জল—জল—জ্বলে গ্যালো—

তার। অ্যাখন কি করি! জল খাতি চাচ্ছেন তা এ বোনের যদি পাই কোথা? এখানে কি বিনিমি আছে যে একরত্তি জল দিয়ে পেরাণ্ডা আঁকে করে?

প্রমদা। উঃ বাই—বাই—জ্বলে গ্যালো—

তার। (সরোদনে) ওমা! তেঁড়ার বেঁ হাতি কাটবার বো হলো। হাঠাকুর! কি কল্লে? এই বার বুঝি পেরাণ্ডা গ্যালো! অ্যাখন ত না দেখলিও নয়! একলাই বা এই জ্বলের যদি কেলে বাই কেমন করে? ও মা ঠাকুর! মা ঠাকুর! ওমা এ কি হলো! আর যে কতা কইতি পাচোন না!

প্রমদা। (যুহুস্বরে) জ—ল—জ—ল—ল—ল—ল—ল—

তার। (সরোদনে) ওমা এ যে আবার গোটাঁমাল ডাঙতি নাগলো দেখ্‌তি পাই! এখন কি করি? কোথা বাই? কোথা গেলে এক রত্তি জল পাই? হাঠাকুর! আমার কপালে এত দুঃখুও নেকেছিলে? হায়! হায়! এই জল আবারে মা ঠাকুরোণের মরণটা দেখ্‌তি হলো! তবে আর দেরি কত্তি পারিনে—এই ক্যালা দেখি। কিন্তু ঠাকুর! দেখো, তুমি বিপদ কাণ্ডারী! মা ঠাকুরোণ একলা রলেন—কোন কিছু হয়ত তুমিই দেখো—(প্রমদার মস্তক জোড় হইতে নামাইয়া মৃত্তিকাধরের উপর রাখিয়া প্রস্থান)

প্রমদা। উঃ! জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! জল—জল—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!—

(সতীশ সুরেশ ও জিতেন্দ্রের বেগে প্রবেশ)

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) এই যে!—এই যে! এখানে—

সুরেশ। (ভাঁড়াভাঁড়ী নিকটে বাইয়া চরণে ধরিয়।) কোঁ!—
বোঁ!—মা—জননি!—হতভাগ্য। সুরেশ কি আবার আপনার
চরণ দেখতে পেলো! আবার কি আমি আপনাকে মা বলে ডাকতে
পাবো! আবার কি আপনি আমাকে তুমি আমার চন্দপুকু—
আমার পেটের ছেলে বলে আদর করবেন? (রোদন) আমি কি
হতভাগ্য! আপনার এই দুর্দশা আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হলো!
আপনি রাজরাজেশ্বরী হয়ে অনাধিনীর ন্যায় একাকিনী এই
দুর্গম বনে প্রাণ পরিত্যাগ কচেন! আপনি মলিন বস্ত্রখণ্ড
পরিধান করে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আপনি
মুকুব্যবশ্যের কুললক্ষ্মী হয়ে এই দুর্দশা সহ্য কচেন! হৃদয়!
বিদীর্ণ হও! আর কেন? কুললক্ষ্মীর এ দুর্দশা দেখার চেয়ে
তোমার বিদীর্ণ হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর! উঃ! এখন
কি করি?

সতীশ। সুরেশ! স্থির হও। এ কাতর হবার সময় নয়।
প্রথমত দেখ এখনও জীবিত আছেন কি না? যে রূপ অবস্থায়
দেখছি এতে ত এখনও বেঁচে আছেন বলে বোধ হয়না। এস
দেখি দেখা যাক (সকলে দর্শন)

সুরেশ। কৈ নড়েন চড়েন না ত! আপনি একবার ডেকে
দেখুন দেখি।

সতীশ। দেখি (উঁচুস্বরে) প্রমদা! প্রমদা! দিদি!
ভগিনি! সহোদরে! (রোদন)

জিতেন্দ্র। তুমি শুদ্ধ কাদলে? (নাসিকায় হস্ত দিয়া)
কৈ! কিছুই ত বুঝতে পাচ্চিনে।

সুরেশ। (সরোদনে) তবে কি আমার সর্বনাশ হয়েছে!

সতীশবাবু! আমার যে আর কেউ নেই! এখন আমার কি হবে! কে আমার প্রতি ঋণতুলে চাইবে? আমি বাল্যাবস্থায় মাতৃহীন হয়েছিলাম বটে কিন্তু তত্ত্বনিত কৌশ আমাকে এক দিনের জন্যেও ভোগ করতে হয়নি। জননী আমার স্মৃতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন এবং আমাকে সেই সময়ে বোয়ের হাতে হাতে সমর্পণ করে বলেন যে “বোমা! আমি আজ আমার সর্বস্বধন খোকাকে তোমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে বিদেয় হলেম। আজ অবধি তুমিই বাছার মা হলে। দেখো যেন দুঃখিনীর বাছা বলে কেউ তাকে অযত্ন না করে” এই কথা বলবার পরেই তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই অবধি বো আমাকে পেটের ছেলের মত কোলে পীটে করে মানুষ করেছিলেন। আমি সেই জন্যে ওঁকেই মা বলে ডাকি এবং মা বলে জানি।

সতীশ। হা পতিব্রতে! নরাধম স্বামী হতে তোমার যে এত দূর দুর্দশা হবে তা কখন স্বপ্নেও জানতেম না। এমন রাক্ষসের হস্তে তুমি পতিত হয়েছিলে যে চিরকাল কষ্ট পেতে পেতেই জীবনকয় হলো।

প্রমদা। (যুত্মস্বরে) জ—জ—জ—ল—ল—

সতীশ। না না এই যে বেঁচে আছেন। জল দেও-
জল দেও!

সুরেশ। এখানে এখন জল পাই কোথা?

সতীশ। তাইত! কি সর্বনাশ! দেখ! দেখ! খুঁজে
দেখ!

(পাতের চৌড়ায় জল লইয়া তারার প্রবেশ।)

সকলে। এই যে তারা এখানে—তারা এখানে—

তারা। (সরোদনে) এই ঝে বাবাঠাকুর! তোমরা আলে
কখন? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

সকলে। তোর হাতে কি?

তারা। (সরোদনে) জলের ঝনি ছাতি কেটে গিয়েলো
তাই জল আনতি গিয়েলাম।

সুরেশ। দে দে তবে দে। (তারার হস্ত হইতে জল
লইয়া প্রমদার মুখে প্রদান)

প্রমদা। আঃ!—মা!—মা!

তারা। মা ঠাকুরোণ! একবার তাকিয়ে দেখেন ছোটবাবু
এয়েছেন।

প্রমদা। (চক্ষুকান্নীলন করিয়া) কে সুরেশ? সুরেশ?
বাবা!

সুরেশ। কেন মা? এই যে আমি।

প্রমদা। বাবা! তুমি হতভাগিনীর জন্যে এত ক্লেশ
করে এখানে এসেছ?

তারা। সতীশ বাবু জিতেন বাবুও ঝে এয়েচেন।

প্রমদা। কে—দাদা? কৈ?

সতীশ। (নিকটে আসিয়া) এই যে আমি দাদা?

জিতেন্দ্র। আচ্ছা তারা! তোরা এখানে এলি কেমন
করে?

তারা। বাবু তেড়িয়ে দেবার পরে মাঠাকুরোণ কান্দিত

কাঁদুতি বেরিয়ে যাতি লাগলেন দেখে আমিও পেছু নেলাম । তার পর দেকি ঝে মা ঠাকুরোণ আমায় কিছুতেই আসতি দেবেন না । আমি জিজ্ঞেস করাত্তে বল্লেন যে, তুই যা আমি কাশী গিয়ে মরবো । তা আমিও ঐ কথা শুনে আর সঙ্গ ছাড়লাম না । তার পর সেই পয্যন্ত মা ঠাকুরোণ জলরত্তিও মুকে না দিয়ে হাঁটুতি হাঁটুতি এইখানে এসে ভিরমীলাগা হয়ে পড়লেন । আর কেমন এলোমেলো বকুতি লাগলেন । আমি না তাই দেকে জল আনতি গিয়েলাম । আচ্ছা বাবু ! তোমরা কেমন করে জানতি পাঞ্জে ঝে মোরা এখানে ?

জিতেন্দ্র । আমরা খুঁজতে খুঁজতে যাত্রীদের মুখে শুন্লাম ।

সতীশ । জিতেন্ ! তবে চল, এখন কোন একটা নিকটের চটীতে নিয়ে যাই । তার পর সেইখানে গিয়ে অন্যান্য বন্দোবস্ত করা বাবে এখন ।

সকলে । সেই ভাল ।

সুরেশ । এখন এখান থেকে নিয়ে যাই কি করে ?

সতীশ । এস সকলে পঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে যাই ।

জিতেন্দ্র । তবে সকলে ধর ।

(সকলে প্রমদাকে লইয়া প্রস্থান ।)

পটক্ষেপণ ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

ভবশঙ্করের বহির্কণ্ঠা ।

বিবাহসভা ।

ঘটক পুরোহিত ভট্টাচার্য্য এবং কন্যামাত্রীগণ ভবশঙ্কর

সতীশ ও বরবেশে জিতেন্দ্র আসীন ।

সতীশ । তার পর কি হলো ?

ঘটক । অর্থাৎ “রাজদ্বারি স্থশানে ন যন্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ” ।
অর্থাৎ রাজস্ব-দ্বারি রাজদ্বারি । দ্বারি—কি না—দ্বারবানঃ দ্বার
রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ ; এতেই বুঝতে হবে যে দরওয়ানঃ । স্ত্রী হলেই
রাজার দরওয়ান হলো । আর “স্থশানে চ” যে—এটা আর
বড় স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন রাখেনা । কারণ এটা
নিজেই প্রাঞ্জলপরিপূর্ণ অর্থাৎ বিশদ ।

সতীশ । বিশদ কৈ ? ভাল বুঝতে পারলেননা ত ।

ঘটক । (হাঁসিয়া) বুঝতে পারলেনা বাবা ? পারবে
কেন ? তোমরা বালক । এ সব অনেক পরিশ্রমে শিখতে
হয় । এই—ভুবেলা টোলে রেঁদে রেঁদে হাতময় কড়া পাড়ে
গিয়েছিল । এত পরিশ্রমে তবে এ সব আদায় করতে হয় । তা
নইলে মুখু গোরুভাষা শিক্ষা করলেই ত আর বৃহস্পতি
হওয়া বায়না ।

সতীশ। আজ্ঞে তা বটেই ত। তবে কি না—

ঘটক। (উচ্চৈঃস্বরে) “তবে কি না” কিহে বাপু ? এতে কি আর “তবে কিনা” আছে নাকি ?

সতীশ। আজ্ঞে তা বলিনি—

ঘটক। তবে আবার কি বল ?

সতীশ। বলছিলাম কি—যে আপনার ঐ একটা কথা ভাল বুঝতে পারিনি যে !

ঘটক। (হাঁসিয়া) দেখলে বাবা ? দেখলে ? আমরা নেহাত ছোটখাট লোক নয়। আমাদের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হলেও একটু বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। এখন—কোন কথাটা বল দেখি ?

সতীশ। আজ্ঞে ঐ যে কি গোরণ্ডাষা বললেন।

ঘটক। (হাঁসিয়া) বাবা ও সব সাধুভাষা সাধুভাষা। টটাতট। নয়। ও সব পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মুখে লাগে বন্দ যে—তাই।

সতীশ। তা যা হোক এখন ওটা যে বুঝিয়ে দিতে হচ্চে।

ঘটক। আচ্ছা দিচ্চি শোন। এই—যামিনাকরুষ্ কূট-বুট-মুশোভিত লম্বগুন্ফ-বিরাজিত যে সকল শ্বেতকায় মহাপুরুষ, যাঁদের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গৌরা উপাধি প্রদত্ত হয়, তাঁরাই সাধুভাষায় গোরণ্ডাষা নামে আখ্যাত হন।

সতীশ। তবে গোরণ্ডাষা আপনার মতে গৌরা বোঝায় ?

ঘটক। এই—এখন বুঝলে। তা হবেনা কেন ? কেমন বংশে জন্ম।

সতীশ। আচ্ছা সে যেন গেল। কূট-বুট-মুশোভিত কি ?

ঘটক । কূট অর্থাৎ গৌরগুদেশীয় মহাপুরুষেরা যামিকারূপে যে সকল অঙ্গবস্ত্র ব্যবহার করেন তারাই কূটশব্দে অভিহিত হয়ে থাকে ।

সতীশ । (হাঁসিয়া) ওঃ ! সান্নেবদের গারে দেবার কোট যাকে বলে ?

ঘটক । হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তাই ।

সতীশ । আচ্ছা যামিকারূপ আর গুচ্ছ শব্দে কি বোঝায় ?

ঘটক । যামিকারূপ অর্থাৎ যামের মত কালো । আর গুচ্ছ কিনা ওঠোপরি-লোম-গুচ্ছ ।

সতীশ । ওঠোপরি-লোম-গুচ্ছ কি ? গোপ্ নাকি ?

ঘটক । এই এতক্ষণে হলো । বল্যে যে তোমরা নেহাত শৈশব কিনা । তাই বুঝতে একটু কষ্ট হবে । তা তুমি পারবে—পারবে—বেশ বুদ্ধিমুদ্বি আছে ।

সতীশ । সে আপনার আশীর্বাদ । এখন সবই হয়েছে, কেবল “শ্রুশানে চ” টুকু হলেই হয় ।

ঘটক । (স্বগত) আ ! এত ভাল দিনে জোক দেখছি ! ব্যাভ্রম করবে নাকি ?

সতীশ । চুপ্ করে রইলেন যে ?

ঘটক । না চুপ করিনি ছে বাপু । বলি লগ্নের সময়টা হয়ে এলোনা ?

সতীশ । না এখনও একটু বিলম্ব আছে । এইটে বলতে বলতেই হবে ।

ঘটক । না ছে বাপু ! দেখ ! দেখ ! আবার ভ্রষ্ট হয়ে যাবে (উত্থানের চেষ্টা)

সতীশ। নানা একটু বসুননা। “শ্মশানে চ” বলুননা, তা হলেই আমি গিয়ে দেখে আসছি এখন।

ঘটক। (স্বগত) এইবার সারলে! (প্রকাশে) আঃ! এ আর বুঝলেনা? “শ্মশানে চ” কিনা শ্মশা—নেচ, অর্থাৎ শ্মশানে—চ ইত্যর্থঃ। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে এও হতে পারে, ওও হতে পারে।* (ব্যস্তভাবে) এখন চল চল সময়টা দেখিগে।

ডবশঙ্কর। ঘটক মশায়! কোথায় যাবেন? বসুননা। এখনও একটু বিলম্ব আছে।

ঘটক। নানা তানয় তানয় বলি কি—একবার গাড়ুটা আনিয়ে দেন দেখি।

ডব। - কেন বাইরে যাবেন নাকি?

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ। একবার ইচ্ছেটা হচে—

ডব। (নেপথ্যের প্রতি) ওরে গাড়ুটা এনে দে।

গাড়ু লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ঘটক। কৈ এনেছিস? এনেছিস? দে দে (গাড়ু লইয়া স্বগত) আঃ বাঁচ্লেম! ভাগ্যি এই কথাটা মনে পড়ে ছিল! তা নইলে সেরেছিল আর কি! আঃ! ইংরিজিপড়া ছেলেগুলো আর ছিনে জোক এ দুটো জানোয়ারি সমান। সহজে কি ছাড়তে চায়?

সতীশ। ঘটক মশায়! শিগির শিগির সেরে আসুন আরও দুটো একটা কথা আছে।

ঘটক। অ্যা আবার? হাঁ—হাঁ—আসছি—

বেগে প্রস্থান এবং সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে

পুনর্ব্বার বেগে প্রবেশ ও সভার মধ্য-

স্থলে গাড়ু হস্তে পতন।

সকলে। এ কি হলো? এ কি হলো?

ঘটক। বাবা রে মেরে কেলেকে—মেরে কেলেকে—একে-
বারে ব্রহ্মহত্যেটা করেছে—

সকলে। কোথায়? কে মারলে?

ঘটক। বাইরে—লেটেলে——

সতীশ। সে কি! লাঠীয়াল? কেন?

ঘটক। বলো ওরে ঘটকা! তুই না এই বিয়ের ঘটক?
বলেই আর কি মাথার ওপর একশ ঘা লাঠী।

(বরবেশে বিনোদ ও তৎপশ্চাতে চারিজন

লাঠীয়ালের প্রবেশ)

ঐ দেখো—ঐদেখো অবার আসছে।

সতীশ। তাইত! কি আশ্চর্য্য! (বিনোদের নিকটে
যাইয়া) একি? বিনোদবাবু যে হঠাৎ এমন সময় এখানে
এবেশে উপস্থিত? আর সঙ্গে এত লাঠীশোঁটাই বা কেন?

বিনোদ। আমি বিয়ে করবো।

সতীশ। বিয়ে করবেন কি বলুন!

বিনোদ। আমি নলিনীকে বিয়ে করবো।

সতীশ। নলিনীকে যে জিতেন্দ্রবাবু বিবাহ কচ্যেন
আর সে বিবাহ এখনি হবে।

বিনোদ। তবু আমি বিয়ে করবো।

সকলে। একি? বিনোদবাবু কি খেপেছেন নাকি?
এক মেয়েকে কি দুইবরে বিবাহ করতে পারে?

বিনোদ। এখনও ত হয়নি।

সতীশ। হয়নি—কিন্তু এখনি হবে।

বিনোদ। কার সঙ্গে?

সতীশ। জিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে।

বিনোদ। না আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে। আমি নলিনীকে বিয়ে করবোই করবো। সতীশবাবু! আমি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমায় রক্ষে কর। আমি নলিনীর জন্যে সব খুইয়েছি। নলিনীর জন্যে আমায় যা বল তাই করতে প্রস্তুত আছি। নলিনী আমার প্রাণের চেয়েও বেশী। আমি নলিনীর জন্যে পাগল হয়েছি। নলিনীকে না পেলো আমি একদণ্ডও বাঁচবো না। তা তোমাদের কি এই রকম করা উচিত? দেখ আমি হাজার হোক গাঁয়ের জমীদার। জমীদারে বা মোনে করে তাই কত্তে পারে। জমীদারে মোনে করলে লোকের বোঝিকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে যা খুসী তাই করতে পারে—বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে যেতে পারে—মাঠে থেকে বান কেটে নিতে পারে—ছাগল গরু ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ীতে পুরে রাখতে পারে—পথঘাট ধোপানাশিত হুকোকলুকে সব বন্ধ করতে পারে—কুটুম্ব কুটুম্বিতে সব নষ্ট করতে পারে—এক ঘরে করতে পারে। তা দেখ আমার এত লচায়াল আছে, এত টাকা আছে, তবু আমি সে সব কিছুই কচিয়নে—কেবল নলিনীকে চাচি। তাও অমনি চাচিয়নে। জমীদারেরা যেমন করে জোর জবরদস্তি করে বাড়ীর ভেতর থেকে মেয়ে

হলে কেড়ে নিয়ে যায় আমি তা কত্রে চাচ্চিনে। আমি তাকে
বার করে নিয়ে বেতে চাচ্চিনে। কেবল বিয়ে করতে চাচ্চি।
আমার বিষয়ের অধিকারী করতে চাচ্চি। আমার নিজের
পাটরাণী করতে চাচ্চি। তা এততেও যদি তোমরা নারাজ হও,
তা হলে আমি নাচার। সুতরাং এমন অবস্থায় নিরাশ হলে
আমাকে লাঠীয়ালদের আশ্রয় নিয়ে বলপূর্ব্বক নলিনীকে
নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে।

সতীশ। (স্বগত) যেরকম খেপেছে দেখছি, এতে ত
একে সহজে নিবারণ করা ভার হবে। লাভে হতে মাঝ খান
থেকে একটা তুফুল কাণ্ড বেধে উঠে, সব পণ্ড হবার সম্ভাবনা।
যাহোক, চেষ্টা করে দেখা যাক (প্রকাশে) আচ্ছা বিনোদ
বাবু! আপনি যে একবার বিবাহ করেছেন, সুতরাং এখন
আমরা সতীনের উপর মেয়ে দিই কি করে?

বিনোদ। আমি সে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

সতীশ। তাড়িয়ে দিলেই ত হবেনা। তিনি আবার
ফিরে আসতে পারেন ত।

বিনোদ। বেঁচে থাকলে তবে ত আসবে। সে মরে গিয়েছে।

সতীশ। তার প্রমাণ কি?

বিনোদ। আমি জানি তাকে কাশীর পথে ডাকাতে মেরে
ফেলেছে।

সতীশ। আচ্ছা তা বেশ হয়েছে। এখন এক কাজ
ককন। নলিনীর ছোটভগ্নীকে আপনি বিবাহ ককন। কারণ
নলিনীর সঙ্গে জিতেন্দ্রের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন ত
আর না দেওয়াটা ভাল দেখায়না।

বিনোদ। নানা তা হবে না। জিতেছে সবে নলিনীর ছোট বনের বিয়ে দিন। আমাকে নলিনীকে দিড়েই হবে।

সতীশ। তা নইলে আপনি ছাড়বেন না?

বিনোদ। না। আর নলিনীর সঙ্গে আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোমাকে খুব খুসী করবো।

সতীশ। কি রকম খুসী?

বিনোদ। যত টাকা চাও দেবো।

সতীশ। নিশ্চয়?

বিনোদ। নিশ্চয়!

সতীশ। আচ্ছা তবে আমুন (হস্ত ধরিয়া জিতেছে পাক্ষে উপবেশন করাইয়া ভবশঙ্করের প্রতি) জ্যাঠামশায়। লগ্ন উপস্থিত।

ভবশঙ্কর। (উঠিয়া সভাস্থ সকলের প্রতি) মহাশয়গণ! আপনারা স্বচক্ষে সমুদায় দেখলেন। এখন অনুমতি করেন ত দুই কন্যাই এককালে দুই পাত্রে সমর্পণ করি।

সকলে। তথাস্তু—তথাস্তু।

ঘটক। তবে মার টা বুঝি এই গরিব ব্রাহ্মণের ওপর দিয়েই গেল। উঃ! বাবারে যে লাঠী মেরেছে! মাথাটা এক রকম কেটে গিয়েছে বজ্জেই হয়।

সতীশ। আপনি অত ব্যস্ত হচেন কেন? এক ঘটকালীতে দুই দক্ষিণাই পাঠবেন এখন।

ঘটক। বটে! আচ্ছা—আচ্ছা। তবে হোক—

সতীশ। আমি তবে কনে নিয়ে আসি।

(প্রস্থান।)

ঘটক। (ভবশব্দরের প্রতি) মশায়! আমার বিষয়টা লাঠী খাওয়ার উপযুক্তরূপ বিবেচনা হয় যেন।

ভব। কিছু চিন্তা নেই, নিশ্চিত থাকুন, অত বকছেন কেন?

ঘটক। না তা কিছু বলিনি। এখন আপনার কথায় পাকা হয়ে গেল। ওরা সব বালক কিনা—

দুই দুইজন বাহকে অবগুণ্ঠনবতী কন্যাদ্বয়কে কাষ্ঠপীঠ সমেত লইয়া সতীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ।

সতীশ। বিনোদ বাবু! আপনি এই পীড়ের ওপর ডাঁড়ান। জিতেন! তুমিও এসে দাঁড়াও।

(জিতেন্দ্র এক পীড়িতে ও বিনোদ অপর পীড়িতে দণ্ডায়মান ও বাহকগণের প্রতিবরকে সাত সাত বার বেটন এবং নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদন)

সতীশ। (জিতেন্দ্রের নিকটের বাহকদিগকে) তোমাদের সাতবার হয়েছে। দাঁড়াও—শুভ দৃষ্টি করাই (উক্তরূপকরণ এবং বিনোদের নিকটস্থ বাহকগণের প্রতি) এখন তোমরা দাঁড়াও, শুভদৃষ্টি করাই। (উক্তরূপকরণ)

বিনোদ। (দেখিয়া) অ্যা! একি? একি? প্রমদা যে! প্রমদা কোথা থেকে এলো? নলিনী কৈ? নলিনী কৈ? শালারা আমাকে ফাঁকী দিয়েছে—লাঠী! লাঠী! লাগাও! লাগাও!

সতীশ। বিনোদ! এখনও তুমি লাঠীর ভয় দেখাও! এখনও তোমার জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হলোনা! এখনও তোমার

মনোরম্যে স্থগার আবির্ভাব হলো না। তুমি কোন মুখে আবার নলিনীকে বিবাহ করতে চাও? তুমি কি বসিনীর উপযুক্ত পাত্র? তুমি কামিনীকুমুমের কীটস্বরূপ। দেখ তুমি তোমার এই পতিপ্রাণা সরলতাময়ী প্রিয়দাকে পুনর্বাস বিবাহ করিবার লালসায় বিনা অপরাধে পদাঘাতের দ্বারা বাঁচি হইতে অগ্নান বদনে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছ। অনাধিনী সেই দুঃখে ও মনস্তাপে উদ্ভাদিনী হইয়া একাকিনী বাঁচি হইতে বহির্গত হইবার পর কাশী বাইবার পথের ধারে বনমধ্যে অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ করিতেছিল। হতভাগিনী সেই শোকাবহ অবস্থাতেও মনো-মধ্যে একবারও তোমার অমঙ্গলচিন্তা করে নাই। ঘোরতর বিকার অবস্থাতেও সর্বদাই হা ঈশ্বর! আমার প্রাণেশ্বরের যেন কোন অমঙ্গল না হয় বলিয়া বারম্বার একমনে ঈশ্বরের নিকটে— প্রার্থনা করিয়াছে। তোমার ভ্রাতা আমি ও জিতেন্দ্র বহু অনু-সন্ধানের পর সেস্থান হইতে আনিয়া অনেক চিকিৎসার পর আরোগ্য করিয়াছি। এখানে আসিবার পর অবধি দুঃখিনী সর্ব-দাই হা নাথ! হা নাথ! অভাগিনীর প্রতি কি দয়া হবেনা? বলে দিবারাত্রি রোদন করিয়াছে। কখনও একদিনের জন্যও সুস্থির হয় নাই। এত ক্লেশ এত মনস্তাপের পরও, কেহ তোমার নাম করিয়া নিন্দাকরিলে অভাগিনী সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া অন্যত্র বসিয়া রোদন করিত। তুমি কি নরাধম! তুমি কিকুলাঙ্গার! তুমি কি পাষণ্ড! তুমি কি নির্দয়! যে এমন গৃহলক্ষীস্বরূপা পতি-প্রাণ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার পর এক দিনের জন্যেও তাঁহার নাম করিয়া পর্য্যন্তও দুঃখ কর নাই। দুঃখ করা চুলোয় থাক, তার পর কি উপায়ে নলিনী সহজে তোমার হস্তগত হয় তুমি সর্বদা

তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিলে । তুমি এমনই ইন্দ্ৰিয়দাস যে নলিনীকে সহজে হস্তগত করিতে না পারিলে শেষে বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ ও তাহার সত্যত্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে এবং সর্ব্বদা সেই সন্ধানে সন্ধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরিতে। সরলা বালা তোমার বস্তুনাশ অস্থির, তোমার উপদ্রবে উপদ্রুত এবং তোমার অত্যাচারভয়ে ভীত। হইয়া, তোমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় আত্মহত্যা করিবার মানসে খিড়কীর পুকুরগীতে ঝাঁপ দেয় । সৌভাগ্যক্রমে জিতেন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে সে যাত্রা তাহাকে রক্ষা করে । তাহাতেও তুমি কাস্ত না হইয়া জিতেন্দ্রের নাম জাল করিয়া এক পত্র লিখিয়া নলিনীর নিকটে পাঠাইয়া দেও । সরলা তোমার সেই নিদাক্ষণ পত্র পাঠ করিবামাত্র, ভয়ে ও লজ্জায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে । এবং তুমিও সেই সুযোগে তাহাকে হরণ করিবার চেষ্টা পাও । কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সে বারও জিতেন্দ্র তাহাকে তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করে । বার বার এইরূপ দুর্কর্মে প্রবৃত্ত হইতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয়না? তোমারই বা কি দোষদিব? মদ বেশ্যা ও মোসাহেবে তোমাকে একেবারে নষ্ট করিয়াছে । নতুবা পুনর্বার সেই নলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া বরবেশে লাঠায়ালাগণ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বিবাহসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ । এবং জিতেন্দ্র বরবেশে এখানে উপস্থিত থাকিতেও তোমার সহিত নলিনীর বিবাহদিবার জন্য বারম্বার আমাদিগকে বিরক্ত করিতেছ । এবং শেষে আমরা সহজে স্বীকার না করিলে এখনও বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছ । তুমি এমনই পামর যে প্রমদা আমাকে

ভ্রাতৃসহোদন করে জানিতে পারিয়াও তাহাকে আমার বিবর
লইয়া নানা প্রকার কটুক্তি ও বিদ্রোহ করিয়াছে। আমরা এখনও
তোমাকে বলিতেছি যে তুমি এই ছুরুছুরি পরিত্যাগ করিয়া
তোমার এই পতিরতা প্রমদাকে পায়ে ধরিয়া গৃহে লইয়া যাও।
তাহা হইলেই তোমার সকল দিকে মঙ্গল হইবে। (প্রমদার
হাত ধরিয়া) এই লও, এই লও, তোমার প্রমদাকে লও—লইয়া
কুললক্ষ্মীকে পুনরুৎসাহ কুলে প্রতিষ্ঠা করগে। (প্রমদার প্রতি
ভগিনি! যাও তোমার পতির অনুসরণ কর। (বিনোদের
প্রতি) কৈ? তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও! যাও!
আর বিলম্ব করো না। ধর—ধর—কি ভাবছ?

বিনোদ। না এমন কিছু ভাবিনি—বলি—পায়ে না ধরলে
হবেনা কি?

সতীশ। পায়ে ধরতে সঙ্কুচিত হচ্চ? তুমি যে কাজ
করেছ তুবানল তার প্রায়শ্চিত্ত। ধর—ধর—

বিনোদ। (সহসা প্রমদার চরণে পতিত হইয়া) প্রমদা!
আমায় ক্ষমা কর। আমি এত দিন না বুঝে তোমায় অনেক
যন্ত্রনা দিইছি।

প্রমদা। (সরোদনে বিনোদের কণ্ঠ ধারণ করিয়া) নাথ!
ওঠ! ওঠ! অধিনীকে আর কেন অপরাধিনী কর (রোদন)

সতীশ। (এক হস্তের দ্বারা জিতেন্দ্রনলিনী ও অপর
হস্তের দ্বারা প্রমদাবিনোদের হস্ত ধরিয়া) আজ আমাদের
কি আনন্দের দিন!

প্রবল প্রবাহে যবে প'ড়ে কোন তরী,

* কভু ডোবে কভু উঠে তুফানের ভরে—

কর্ণধার বিনা । সদা গেল গেল রবে ।

চৌদিকে তরঙ্গকুল গরজে সঘনে—

প্রলয়ের কালে যথা । গরজি গগনে

ঘোর ঘরঘর রবে ঘন ঘনঘটা

বরষে অশনিবৃহ প্রতিপদেপদে ।

এ হেন সময়ে যদি পায় তরী কুল

ভেসে ভেসে, ডুবে ডুবে, ডুবে উঠে, পুন—

তীরস্থ সুদৃঢ় কোন বনস্পতিতলে ।

কি আনন্দ ভুঞ্জে তবে তীরবাসীগণ ?

তেমতি আনন্দ আজি ভুঞ্জি মোরা সবে

হেরিয়া এই দুই তরী পাইয়াছে কুল—

(প্রমদা ও নলিনীকে দর্শন ।)

এককালে, এক তীরে, দুই তরুতলে ।

প্রমদা বিনোদতরু—নলিনী জিতেন্দ্র,

অপূর্ব সুদৃঢ় তরু—হেলিবার নয়

যতই প্রলব বাড় হো'ক না জগতে—

ভেসে ভেসে প্রণয়ের প্রবল তুফানে ।

(নেপথ্যে)

হলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য

যবনিকাপতন ।

সমাপ্ত ।

—ooo—

ন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামমূসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

